Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুন চৌধুরী

রোলঃ ২৩০৯০১২০২৮৬

-- নভেম্বর ,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুন চৌধুরী

রোলঃ ২৩০৯০১২০২৮৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রিযিক্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুন চৌধুরী, আইডিঃ ২৩০৯০১২০২৮৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ
মাওলানা আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ
মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকীদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রিযিকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আধুনিক সমাজে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মুন

মুন চৌধুরী

আইডিঃ ২৩০৯০১২০২৮৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : ভূমিকা ও গবেষণার কাঠামো ৫

অধ্যায় ২ : রিযিকের ইসলামী ধারণা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি..... ১৫

অধ্যায় ৩ : রিযিকের উৎস, প্রকৃতি ও হালাল–হারামের পার্থক্য..... ৩২

অধ্যায় ৪ : রিযিক ও তাকদির..... ৪২

অধ্যায় ৫ : রিযিক বণ্টনে ইসলামের ন্যায়নীতি ও সামাজিক ভারসাম্য..... ৫০

অধ্যায় ৬ : রিযিক ও নৈতিকতা..... ৫৭

অধ্যায় ৭ : রিযিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার..... ৬৩

অধ্যায় ৮ : রিযিকের মনস্তত্ত্ব.....৬৮

অধ্যায় ৯ : রিযিক ও রাষ্ট্র..... ৭৫

অধ্যায় ১০ : রিযিক ও আখিরাত — দুনিয়া ও পরকালের ভারসাম্য..... ৮৫

উপসংহার ১০১

তথ্যসূত্র ১০৩

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ও গবেষণার কাঠামো

১.১ ভূমিকা

মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো "রিযিক"। ইসলামি পরিভাষায় রিযিক (رزق) বলতে বোঝানো হয়— আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সব বস্তু, অনুগ্রহ বা সুযোগ প্রদান করেন, তা। রিযিক শব্দটি মূলত "রাযাকা" (رَزَقَ) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো "দেওয়া, জীবিকা প্রদান করা, অনুগ্রহ করা"। কুরআনুল কারিমে বহু স্থানে "রিযিক" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহর দান ও করুণার প্রতীক।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর তিনিই তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও জমিন থেকে।"
(সূরা ইউনুস, আয়াত ৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা অনুবাদ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২৬)

রিযিক কেবল খাদ্য, পানীয় বা ধন-সম্পদ নয়; বরং মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর, সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, **"রিযিক এমন সকল জিনিসকে বোঝায়, যা মানুষ বা প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"** *(তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭)*

ইসলামের দৃষ্টিতে রিযিকের ধারণা একাধারে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক। এটি কেবল অর্থনৈতিক উপকরণ নয়; বরং ঈমান, তাকওয়া ও আমলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাদের জন্য বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং এমন স্থান থেকে তাদের রিযিক দেবেন, যা তারা কল্পনাও করে না।"
(সূরা আত-তালাক, আয়াত ২-৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৩১২)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে রিযিক শুধুমাত্র মানুষের পরিশ্রমের ফল নয়; বরং এটি আল্লাহর রহমতের প্রকাশ, যা তাকওয়াপূর্ণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামী

সমাজব্যবস্থায় রিযিক ধারণা তাই একদিকে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক পরীক্ষার প্রতিফলন।

বর্তমান সময়ের সমাজে রিযিক ধারণাটি অনেকাংশে ভৌত মানসিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষ রিযিককে শুধুমাত্র আয়ের পরিমাণ বা সম্পদের আধিক্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে রিযিকের পরিমাপ কেবল অর্থ নয়; বরং হালাল উপার্জন, সন্তুষ্টি, বরকত ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তা পরিমাপ করা হয়। নবী করিম (সা.) বলেছেন—

"হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।"
(সুনান আল-বায়হাকি, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)

এ হাদীসের আলোকে বলা যায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়কেই ইসলামী দৃষ্টিতে সঠিক হতে হবে। রিযিকের সঙ্গে নৈতিকতা ও ঈমানের সম্পর্ক এখানে অত্যন্ত গভীর।

রিযিক বিষয়টি কুরআন ও হাদীস উভয় উৎসেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি শুধু ব্যক্তি জীবনের নয়, বরং সমাজব্যবস্থারও একটি মৌলিক ভিত্তি। একজন ব্যক্তির রিযিকের ধারণা যেমন তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা গঠন করে, তেমনি সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যও নির্ভর করে রিযিকের প্রতি ইসলামী মনোভাবের ওপর।

১.২ গবেষণার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

রিযিক বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক অর্থনীতিতে রিযিক ধারণাটি প্রায়ই সেক্যুলার বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে। সেখানে উপার্জনকে কেবল "মানব শ্রম ও উৎপাদনের ফল" হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিকের উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের রিযিক দিয়েছেন।"
(সূরা রূম, আয়াত ৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ১৮৫)

এই আয়াত মানুষের প্রতি আল্লাহর মালিকানা ও নির্ভরতার একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশ করে। আল্লাহই রিযিকের মালিক, মানুষ কেবল সেই দানের গ্রহীতা ও আমানতদার। কিন্তু আধুনিক সমাজে এই ঈমানী উপলব্ধি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ রিযিক বলতে বোঝে অর্থ বা চাকরি। এর ফলে হালাল-হারামের বোধ অনেক সময় গৌণ হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বা অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিবোধের চর্চা কমে গেছে। অথচ ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিকের মূল শর্ত হলো "হালাল উপার্জন ও বরকত"।

ইমাম গাযযালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ইহইআ উলূমুদ্দীন*-এ বলেন—

"মানুষের জন্য রিযিক অনুসন্ধান যেমন অপরিহার্য, তেমনি হালাল উপায়ে তা অর্জন করাও ঈমানের অংশ।"*(ইহইআ উলূমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)*

এই বক্তব্য ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। অর্থাৎ রিযিক কেবল আয় নয়, বরং তা আত্মিক শুদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়।

ইসলাম বলে— রিযিক নির্ধারিত, তবে তা উপার্জনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। নবী (সা.) বলেন—

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেইভাবে রিযিক দিতেন, যেভাবে পাখিদের দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।"
(সুনান আত-তিরমিজি, হাদীস নং ২৩৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৭)

তাছাড়া রিযিককে দাওয়াহর সঙ্গে সম্পর্কিত করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একজন দাওয়াহ কর্মী যদি রিযিক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি না বোঝে, তবে সে সমাজে সঠিক ইসলামী বার্তা পৌঁছাতে পারবে না। দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়; এটি মানুষের জীবনব্যবস্থা ও আখলাকের সংস্কার। আর রিযিক বিষয়টি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং দাওয়াহ কার্যক্রমে রিযিক সংক্রান্ত শিক্ষা ও চেতনা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায়, অনেকেই জীবিকা অর্জনের নামে অনৈতিক বা হারাম উপার্জনের পথে চলে যাচ্ছে। যেমন— সুদের ব্যবসা, ঘুষ, প্রতারণা, বা

অন্যের অধিকার হরণ। এগুলো রিযিককে অপবিত্র করে, বরকত নষ্ট করে এবং সমাজে অবিচার বৃদ্ধি করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।"
(সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১২)

অতএব, সমাজে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হলে রিযিকের ইসলামী ধারণা পুনর্জাগ্রত করা অপরিহার্য। এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এখানেই— যাতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রিযিকের প্রকৃত সংজ্ঞা, উপার্জনের নীতি ও দাওয়াহর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে একটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা যায়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

রিযিক বিষয়ে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আলোকে রিযিকের প্রকৃত ধারণা, উৎস, উপার্জনের নৈতিক নীতিমালা এবং দাওয়াহ কার্যক্রমের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয় করা। আধুনিক যুগে মানুষ রিযিকের ধারণাকে প্রায়ই ভোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে থাকে। অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণে রিযিক কেবল উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি পরীক্ষা ও অনুগ্রহ।

এই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **রিযিকের ইসলামী সংজ্ঞা ও ধারণা বিশ্লেষণ করা** — কুরআন ও হাদীসের আলোকে রিযিকের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা।
২. **রিযিকের উৎস ও নীতিমালা নির্ধারণ করা** — কীভাবে ইসলাম রিযিক অর্জনের হালাল ও হারাম সীমানা নির্ধারণ করেছে তা তুলে ধরা।
৩. **রিযিক ও তাকওয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা** — আল্লাহভীতির সঙ্গে রিযিকের বরকতের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করা।
৪. **রিযিক ও দাওয়াহর সংযোগ নির্ণয় করা** — কীভাবে একজন দাওয়াহ কর্মীর জীবনে হালাল রিযিক দাওয়াহর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরা।
৫. **আধুনিক প্রেক্ষাপটে রিযিক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা** — অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় ইসলামভিত্তিক ন্যায়সংগত ও আখলাকসম্মত উপার্জনের চেতনা গড়ে তোলা।

ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিক বিষয়টি শুধুমাত্র ধর্মীয় ধারণা নয়; বরং এটি সমাজের নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। একজন মুসলমান যদি রিযিকের বিষয়ে সচেতন থাকে, তবে তার জীবনযাপন, সামাজিক আচরণ, এমনকি দাওয়াহর পদ্ধতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য তাই কেবল ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়; বরং বাস্তব জীবনের সাথে ইসলামী রিযিক তত্ত্বের সংযোগ ঘটানো।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন—

"রিযিক হলো এমন এক দান, যা আল্লাহ বান্দাকে দেন, কিন্তু তার সাথে বান্দার আমল, তাকওয়া ও কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক রয়েছে।"
(আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮)

এই বক্তব্য গবেষণার দিকনির্দেশনা দেয় যে রিযিককে কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান হিসেবে দেখতে হবে।

১.৪ গবেষণার তাৎপর্য

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আখলাক ও ন্যায়ের আলোকে মূল্যায়ন করতে বলে। বর্তমান সমাজে যখন হারাম উপার্জন, সুদ, ঘুষ, মজুরি বৈষম্য, ও প্রতারণা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে— তখন রিযিক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই গবেষণার তাৎপর্য কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় —

১. ধর্মীয় তাৎপর্য:
রিযিক আল্লাহর একটি মহান নেয়ামত। কুরআন ও হাদীসে রিযিক বিষয়ক অসংখ্য আলোচনা রয়েছে, যা ঈমান, তাকওয়া ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। এই গবেষণা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষকে রিযিকের প্রকৃত ধারণা বুঝতে সাহায্য করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আমি অবশ্যই তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি করব।”
(সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৯১)

এই আয়াতের আলোকে বলা যায়, রিযিক কেবল অর্থনৈতিক নয়; বরং এটি আধ্যাত্মিক অনুগ্রহও।

২. সামাজিক তাৎপর্য:
সমাজে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে মানুষের মনে হালাল উপার্জনের চেতনা গড়ে তুলতে হবে। যখন মানুষ বুঝবে যে রিযিক নির্ধারিত, তখন সে অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করবে না। ফলে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন—

“যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের প্রতি যত্নবান নয়, তার হৃদয়ে হারামের ভয় প্রবেশ করে না।”*(ইহইআ উলূমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১)*

এই বক্তব্যের আলোকে বোঝা যায়, সমাজে নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণগুলোর একটি হলো রিযিকের প্রতি ইসলামী চেতনার অনুপস্থিতি।

৩. শিক্ষাগত তাৎপর্য:
বাংলাদেশে ইসলামিক স্টাডিজ ও দাওয়াহ শিক্ষার মধ্যে রিযিক বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত। এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রিযিককে একটি একাডেমিক বিষয় হিসেবে আলোচনায় আনা যাবে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

৪. দাওয়াহর তাৎপর্য:
দাওয়াহর কার্যকারিতা নির্ভর করে দাওয়াহকর্মীর নৈতিকতা ও জীবনধারার উপর। একজন দাওয়াহকর্মী যদি হারাম উপার্জনে লিপ্ত হয়, তবে তার দাওয়াহর প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই রিযিকের ইসলামী চেতনা দাওয়াহ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার অন্যতম হাতিয়ার।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত **গুণগত** (Qualitative) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হবে। এতে ইসলামী সাহিত্য, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহগ্রন্থ, এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বাংলাদেশের প্রকাশিত ইসলামি বইসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গবেষণার পদ্ধতিটি নিম্নরূপভাবে সাজানো হয়েছে —

১. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):

- **আল-কুরআনুল কারিম** — রিযিক সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে।
- **হাদীসের সংকলন** — সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, সুনান আত-তিরমিজি, সুনান আবু দাউদ ইত্যাদি থেকে রিযিক বিষয়ক হাদীস সংগ্রহ করা হবে।
- **ইসলামী তাফসীরগ্রন্থ** — তাফসীর ইবনে কাসীর, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (ইমাম কুরতুবী), ও তাফসীরুস সাঈদী প্রভৃতি।

২. গৌণ উৎস (Secondary Sources):

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ।
- আল্লামা ইকবাল, মওলানা সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, এবং বাংলাদেশের ইসলামি চিন্তাবিদদের রচিত গ্রন্থ।
- ইসলামী অর্থনীতি ও দাওয়াহ বিষয়ক একাডেমিক জার্নাল ও প্রবন্ধ।

৩. বিশ্লেষণ পদ্ধতি:

- সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করা হবে।
- রিযিক সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনার সাথে আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে।
- তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ ও বাংলাদেশে প্রচলিত প্রামাণিক অনুবাদ ব্যবহার করা হবে।

৪. তথ্য উপস্থাপন:

গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ে উদ্ধৃতি (সূরা, আয়াত, হাদীস, খণ্ড, পৃষ্ঠা) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা

হবে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য তথ্যের পরিমাণ বাড়ানো নয়, বরং ইসলামী জ্ঞানের আলোকে রিযিকের ধারণাকে স্পষ্ট, বাস্তব ও প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা।

১.৬ গবেষণার পরিসর ও সীমাবদ্ধতা

রিযিক বিষয়টি ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র, যার সঙ্গে যুক্ত আছে কুরআনের আয়াত, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, নৈতিকতা, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিভিন্ন দিক। এই গবেষণায় রিযিকের ইসলামিক ধারণা, উপার্জনের নীতি, দাওয়াহর সঙ্গে সম্পর্ক এবং আধুনিক সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে গবেষণার সময়সীমা ও পরিসর নির্দিষ্ট হওয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হচ্ছে।

১. গবেষণার পরিসর:

এই গবেষণা মূলত তিনটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে—

১. **রিযিকের ইসলামী ধারণা:** কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের আলোকে রিযিকের অর্থ, প্রকৃতি ও ধর্মীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ।
২. **রিযিক অর্জনের নীতি:** ইসলামী শরীয়তের আলোকে হালাল ও হারাম উপার্জনের সীমারেখা নির্ধারণ এবং এর নৈতিক দিক বিশ্লেষণ।
৩. **রিযিক ও দাওয়াহর সম্পর্ক:** কিভাবে রিযিকের সঠিক বোধ দাওয়াহ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এবং সমাজে নৈতিক সংস্কার ঘটাতে সাহায্য করে, তা বিশ্লেষণ।

গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন হয়েছে। এখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদ, সহিহ বুখারী-মুসলিমের বাংলা অনুবাদ, এবং দেশীয় ইসলামি চিন্তাবিদদের গ্রন্থকে প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

যদিও এই গবেষণায় সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান—

- **ক. সময়ের সীমাবদ্ধতা:** স্নাতক পর্যায়ের গবেষণা হওয়ায় সময়সীমা তুলনামূলকভাবে সীমিত। ফলে রিযিক বিষয়টির গভীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি।
- **খ. উৎসের সীমাবদ্ধতা:** বাংলাদেশে রিযিক বিষয়ক মৌলিক একাডেমিক গবেষণা এখনো তুলনামূলকভাবে কম। ফলে অনেক তথ্য কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের সাধারণ ব্যাখ্যা থেকে সংগৃহীত।
- **গ. তথ্যসংগ্রহের সীমাবদ্ধতা:** গ্রামীণ ও নগরভিত্তিক বাস্তব উপার্জন কাঠামোর উপর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।
- **ঘ. ভাষাগত সীমাবদ্ধতা:** অধিকাংশ ইসলামী উৎস আরবি ভাষায় রচিত; তাদের অনুবাদের ভিন্নতা কিছুটা ব্যাখ্যাগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

তবুও, এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গবেষণাটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে রিযিকের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। এর লক্ষ্য কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা নয়; বরং ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

১.৭ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার মূল কাঠামো, উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিতে রিযিক এমন এক ধারণা, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, নৈতিকতা ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়।

এই অধ্যায়ে প্রথমে রিযিকের সংজ্ঞা, উৎস এবং কুরআন-হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যা আলোচনা করা হয়েছে। রিযিক কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়; বরং এটি বিশ্বাস, তাকওয়া ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম ও তাওয়াক্কুলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা দেয়।

এরপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপট অংশে আলোচিত হয়েছে যে, আধুনিক সমাজে রিযিকের ধারণা ক্রমশ ভৌতবাদী হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবিকা অর্জনে নৈতিকতার অভাব দেখা দিচ্ছে, যা সামাজিক অবিচার ও আখলাকের অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে। তাই ইসলামী রিযিক তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাজে ন্যায়ের বীজ বপনের সমান।

গবেষণার উদ্দেশ্য অংশে রিযিক ও দাওয়াহর সংযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন দাওয়াহকর্মী যখন হালাল রিযিকের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করে, তখন তার দাওয়াহ সমাজে প্রভাবশালী হয়। অন্যদিকে, হারাম উপার্জন দাওয়াহর ফলপ্রসূতা হ্রাস করে।

গবেষণার তাৎপর্য অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিযিক ধারণা কেবল ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইসলামি রিযিক চেতনা প্রচার করতে পারলে সমাজে সততা, ন্যায়বিচার ও বরকতপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

শেষে গবেষণার পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা অংশে তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও উৎসসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কুরআন, হাদীস ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এইভাবে অধ্যায় ১ রিযিক বিষয়ে পুরো গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক বিশদ আলোচনা করা হবে— যেমন রিযিকের ইসলামী সংজ্ঞা, হালাল-হারামের সীমারেখা, দাওয়াহর প্রভাব এবং সমাজে নৈতিক সংস্কার।

দ্বিত্বীয় অধ্যায়ঃ রিযিকের ইসলামী ধারণা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

২.১ ভূমিকা ও পর্যায়ভিত্তিক সূচি

এই অধ্যায়ে রিযিকের মৌলিক সংজ্ঞা, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী রিযিকের উল্লেখ, তাফসীরী ব্যাখ্যা, আলেমদের মতামত, রিযিক নির্ধারণের সূচকসমূহ (আল্লাহর ইচ্ছা, আমল/চেষ্টা, নৈতিকতা, সমাজনীতি), রিযিকের শ্রেণীবিভাগ (হালাল-হারাম, মুলকীয়/ইলমীয় দৃষ্টিতে) এবং আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে রিযিকের প্রাসঙ্গিকতা বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এছাড়া ইসলামিক অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোকে রিজিক বণ্টন ও বরকত বিষয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

২.২ রিযিক — পরিভাষাগত ও اصطلاحی। সংজ্ঞা

পরিভাষাগত (لغوي):
রিযিক (رزق) শব্দটি আরবি ধাতু ق ز ر (রাযাকা) থেকে উদ্ভূত। শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো "দেওয়া" বা "জীবিকা প্রদান করা"। ক্লাসিক আরবি অভিধানগুলো এই ধাতুর অর্থকে জীবিকা, খাদ্য, দান, দায়িত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

اصطلاحی। (তত্ত্বীয়/শাস্ত্রীয়):
ইসলামী গ্রন্থে রিযিককে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে — এটি কেবল অর্থ নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব উপহার, সুযোগ ও বরকত একজন বান্দা পায় তা রিযিক নামে অভিহিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রিযিকের অন্তর্ভুক্তি খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সন্তান, জ্ঞান, ইবাদত-ক্ষমতা, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তাফসীর ইবনে কাসীর-এ রিযিককে "জীবিকা ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস" হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড নির্দেশনায় আলোচনা)। ইসলামিক ফিকহ ও আখলাক গ্রন্থগুলোও রিযিককে জীবনধারণের সামগ্রী ও বরকত হিসেবে বিবেচনা করে।

সংক্ষেপে: ইসলামী পরিভাষায় রিযিক = আল্লাহর প্রদত্ত জীবিকা ও কল্যাণকর বরকত, যা কেবল অর্থ নয় বরং জীবনের নানাদিক উপকারেও প্রকাশ পায়।

২.৩ কুরআন ও তাফসীরের আলোকে রিযিক

কুরআন আল্লাহর বান্দাদের রিযিক সম্পর্কে অনবরত উল্লেখ করে; এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও তাদের তাফসীরের সারমর্ম দেওয়া হলো—

কিছু নির্বাচিত আয়াত ও গুরুত্ব:

1. **সূরা আল-মালিক/আল-বাকারাহ (বিভিন্ন আয়াতে রিযিক):**
   কুরআনে বহুবার বলা হয়েছে যে আল্লাহই রিযিকদাতা — *"ইন্না লিল্লাহি ..."* ধাঁচের আয়াতগুলো রিযিকের স্বত্বাধিকারকে স্পষ্ট করে। (উদাহরণ: সূরা ইউনুস ৩১; সূরা রূম ৪০ ইত্যাদি)। তাফসীর অনুগামীরা ব্যাখ্যা করেন যে এই আয়াতগুলো মানুষের ওপর আল্লাহর সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে তুলে ধরে— রিযিক নির্ধারণ আল্লাহরই হাতে।
2. **সূরা আত-তালাক (আয়াত ২-৩):**
   "আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাদের জন্য বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং এমন স্থান থেকে তাদের রিযিক দেবেন, যা তারা কল্পনাও করে না।" — এই আয়াত রিযিকের সঙ্গে তাকওয়া ও আল্লাহভয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। তাফসীরগুলো বলেন, এখানে আল্লাহ বান্দার সৎচরিত্র ও তাওয়াক্কুলকে পুরস্কার দেন; রিযিক কখনো কেবল বস্তুত বা শ্রমের ফল নয় বরং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহও হতে পারে। (তাফসীর ইবনে কাসীর; আল-কুরতুবী)
3. **সূরা আল-ইমরান/সূরা ইবরাহীম (কৃতজ্ঞতা ও রিযিক বৃদ্ধি):**
   কুরআনে কৃতজ্ঞতা ও রিযিকের যোগসূত্র সম্পর্কে বলা আছে — *"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আমি তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি করব"* (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৭)। তফসীরগণ উল্লেখ করেন যে কৃতজ্ঞতা এখানে কেবল মৌখিক কৃতজ্ঞতা নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন ও আল্লাহর বিধান মেনে চলাটা অন্তর্ভুক্ত করে।

তাফসীরের দৃষ্টিভঙ্গি (সংক্ষেপে):

- **ইবনে কাসীর:** কুরআনের আয়াতগুলোতে রিযিকের উল্লেখকে আল্লাহর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ হিসেবে দেখেছেন; তিনি বলছেন যে রিযিক নির্ধারণ করলে আল্লাহ তা মেলে দেন, কিন্তু বান্দাকে চেষ্টা করতেও হবে।
- **আল-কুরতুবী:** সামাজিক ন্যায় ও আইনি দিক (মালিকানা, অধিকার) বিবেচ্য করে রিজিক বিতরণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন — যেখানে মানুষকে অন্যের অধিকার রক্ষা করার গুরুত্ব তোলা হয়।
- **আল-জামি তালাশ (উল্লেখ্য):** বিভিন্ন তাফসীর রিজিককে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করে — রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও সমাজে ন্যায়ের দায়িত্বের দিক নির্দেশ করে।

উপসংহার (কুরআনভিত্তিক): কুরআন রিজিককে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে বিতরণকৃত একটি নিয়ন্ত্রিত সম্পদ হিসেবে উপস্থাপন করে; এতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, নৈতিকতা ও আল্লাহর ইচ্ছা — তিনয়ের সমন্বয় জরুরি।

২.৪ হাদীসসমূহে রিযিকের ব্যাখ্যা

হাদীসে রিযিক সম্পর্কিত বহু বাণী রয়েছে; কিছু প্রসঙ্গগত ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সারমর্ম নিচে দেয়া হলো:

1. **পাখিদের উদাহরণ (তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টা):**
   নবী করিম (সা.)-এর একটি বাণী আছে যেখানে তিনি পাখিদের উল্লেখ করে বলেছেন যে তারা সকালে ক্ষুধার্ত বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে — এই বর্ণনা তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টার সমন্বয়কে বোঝায়। (তিরমিজি, অন্যান্য সংকলনগুলিতেও অনুরূপ বাণী পাওয়া যায়)। হাদীস বিশ্লেষকদের মতে, এখানে শিক্ষা হচ্ছে— তাওয়াক্কুল কেবল বসে থাকা নয়; চেষ্টা ও আইনের (প্রকৃতির) সঙ্গে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা; দুইটি সমান্তরাল ধারণা।
2. **হালাল-হারামের গুরুত্ব:**
   বিভিন্ন হাদীসে আছে যে অনুচিত/হারাম উপার্জনে জীবনধারণ করলে তা ধ্বংস বয়ে আনে; বরকত চলে যায়। যেমন— হাদীসগুলোতে বলা আছে যে যিনি নিজের

রিযিক হারাম পথে অর্জন করেন, তিনি তার দাওয়াহ, ইবাদত ও সদস্যকল্যাণে দুর্বল হবেন। (বুখারী, মুসলিমের অনুবাদীগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেছেন)।

3. **কৃতজ্ঞতা ও রিজিক বৃদ্ধি:**
   নবী (সা.)-এর বাণীতে কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত বৃদ্ধি সংক্রান্ত রেফারেন্স পাওয়া যায়; হাদীসগ্রন্থে এ ধরনের বাণী কৃতজ্ঞতার অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

উপসংহার (হাদীসভিত্তিক): হাদীস রিজিককে নৈতিক ও আচরণগত আলোকে মূল্যায়ন করে— যেখানে চেষ্টা, তাওয়াক্কুল, হালাল-উপার্জন, কৃতজ্ঞতা ও বরকত একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক ধরে চলে।

২.৫ ইসলামী শিক্ষাবিদদের মতামত ও তত্ত্বীয় অবদান

ইসলামী ঐতিহ্যের বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা রিজিক সম্পর্কে বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। এখানে কয়েকজন গবেষকের সারমর্ম তুলে ধরা হলো (বাংলাদেশে সহজলভ্য অনুবাদ/প্রকাশনার রেফারেন্সসহ):

ইবনে কাসীর (তাফসীর ইবনে কাসীর):
ইবনে কাসীর রিজিকের ব্যাখ্যায় মূলত কুরআনীয় পটভূমি ধরে ব্যাখ্যা করেছেন — রিজিক আল্লাহর দান; বান্দার চেষ্টা ও আমল এটিকে প্রভাবিত করে। তিনি আয়াতভিত্তিক অর্থ ও অতীন্দ্রিয় নির্দেশনা ব্যাখ্যা করে বলেন যে রিজিক আল্লাহর ইচ্ছার অধীন এবং অনেকে তা আল্লাহর অনুগ্রহ বলে পায়।

আল-কুরতুবী (আল-জামি লি আহকামিল কুরআন):
কুরতুবী রিজিককে সামাজিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন — অর্থাৎ রিজিকের বণ্টনে সামাজিক ন্যায়ের দায়িত্ব, মানুষের অধিকার ও সম্পদের সুশাসন বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তার তাফসীরটি ফিকহগত ও সামাজিক প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেয়।

ইমাম গাযযালী (ইহইআ উলূমুদ্দীন):
গাযযালীর আখলাক ও ইহলেকি গ্রন্থগুলিতে রিজিককে ব্যক্তি-চরিত্র ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সঙ্গে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা আছে। তিনি বলেন, রিজিক কেবল বাহ্যিক সম্পদ নয় — বরং হৃদয়ের প্রশান্তি, নেক কাজের সক্ষমতা ও আন্তরিকতা-ও রিজিকের অংশ। গাযযালীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বরকত ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক।

আল্লামা মওদূদী:
মওদূদীর লেখায় রিজিককে ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখা যায়; তিনি এটাকে নৈতিক সমাজগঠন এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন— অর্থনৈতিক ন্যায্যতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সামাজিক কল্যাণ রিজিকের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশি ইসলামিক প্রকাশনা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দেশীয় পণ্ডিতদের লেখা):
স্থানীয় গ্রন্থকাররা কুরআন-হাদীস ও তাফসীরের আলোকে বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার প্রসঙ্গে রিজিকের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরেছেন— যেমন: হালাল-হারাম সচেতনতা বৃদ্ধির শিক্ষা, দাওয়াহকর্মীদের ভূমিকা, ন্যায্য আয়ের জন্য নীতিমালার প্রস্তাব ইত্যাদি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনাসমূহে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।)

উপসংহার: ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদরা রিজিককে কেবল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখেননি; তারা এটিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন— যা দাওয়াহ, শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সমান্তরালে কাজ করে।

২.৬ রিযিক নির্ধারণের তত্ত্ব: মূল উপাদানসমূহ

রিজিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী তত্ত্ব অনুযায়ী কয়েকটি মূল উপাদান কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এগুলো একেকটি সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রে কাজ করে:

১) আল্লাহর ইচ্ছা (কুদরত ও ক্ষমতা)

কুরআন স্পষ্ট করে যে আল্লাহই রিজিকের স্বত্বাধিকারী। কোনো কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঘটতে পারে না। এই দিকটি কুরআনীয়-তত্ত্বগত ভিত্তি প্রদান করে। অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে কেহকে কোনো রিজিক দান করবেন—এই ধারণা নিয়তিবাদ নয় বরং ঈমানের অংশ।

২) মানবিক প্রচেষ্টা (আমল/কোসিশ)

ইসলাম পরামর্শ দেয় প্রচেষ্টা করার জন্য। পাখিদের হাদীস উদাহরণটি নির্দেশ করে যে তাওয়াক্কুল মানে বসে থাকা নয়; কাজ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। তাই রিজিকের জন্য দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৩) হালাল-হারাম (নীতিমালা ও আখলাক)

রিজিকর উৎস যদি হারাম হয়, তা বরকতশূন্য হবে এবং আখলাকগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি বয়ে আনবে। ইসলামী শরীয়ত হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বারবারও জোর দেয়।

৪) বরকত (বৃদ্ধি এবং ফলনশীলতা)

বরকত বলতে বোঝায় রিজিকের এমন একটি গুণ যা পরিমাণে অল্প হলেও তা থেকে বহু উপকৃত হওয়া। বরকত আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে আসে—কঠোর সৎচরিত্র, কৃতজ্ঞতা, ইত্যাদি বরকত আনে।

৫) সামাজিক ন্যায়-বিচার ও ব্যবস্থাপনা

রিজিক কেবল ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক গঠন (আইন, সম্পদ বণ্টন, রাষ্ট্রীয় নীতি) রিজিকের ন্যায্য বণ্টনে বড় ভূমিকা রাখে। ইসলামী সামাজিক নীতিতে জাকাত, সাদা, ও সুশাসন রিজিক বণ্টনের অংশ।

এই উপাদানগুলো একত্রে কাজ করে: আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর ভর করে ব্যক্তি প্রচেষ্টা করলে এবং সেই প্রচেষ্টা হয় হালাল ও ন্যায়সঙ্গত, তখন রিজিকে বরকত এবং স্থায়িত্ব আসে।

২.৭ রিযিকের শ্রেণী ও বৈশিষ্ট্য

রিজিককে বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় — নীচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীকরণ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল:

(ক) হালাল রিজিক বনাম হারাম রিজিক

- **হালাল রিজিক:** ইসলামী শরীয়ত অনুসারে বৈধ উৎস থেকে অর্জিত আয়— ব্যবসা (হালাল পণ্যের), মজুরি (হালাল কাজ), কৃষি, ব্যবসায়িক চুক্তি, ইত্যাদি।
- **হারাম রিজিক:** সুদ, প্রতারণা, চুরি, জোয়া, মাদকের ব্যবসা, অন্যান্য অনৈতিক-অবৈধ উপার্জন। হারাম রিজিক ব্যক্তিগত ও সমাজিক ক্ষতি সহ বরকতশূন্য।

(খ) ব্যক্তিগত রিজিক বনাম সামাজিক/যোগাযুক্ত রিজিক

- **ব্যক্তিগত রিজিক:** একজন ব্যক্তির খাদ্য, বসত, চিকিৎসা ইত্যাদি।
- **সামাজিক/যোগাযুক্ত রিজিক:** রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ— যেগুলো সমাজিক প্রশাসনের মাধ্যমে বণ্টিত হয়। ইসলামে সামাজিক রিজিক বণ্টনের ন্যায় ও দায়িত্বের ওপর জোর দেয়া হয় (যেমন জাকাত, সাদা ইত্যাদি)।

(গ) বরকতযুক্ত রিজিক বনাম বরকতহীন রিজিক

- বরকতযুক্ত রিজিক অর্থে অল্প থাকলেও পরিশ্রুতিতে প্রচুর ফল দেয়; বরকতহীন রিজিকে প্রচুর সম্পদ থাকলেও তা সুশাসন, কৃতজ্ঞতা বা নৈতিকতার অভাবে দ্রুত ক্ষয় হতে পারে।

(ঘ) নির্ধারিত রিজিক বনাম অনির্ণীত/সম্ভাব্য রিজিক

তত্ত্বগতভাবে সকলের রিজিক আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত— তবে বাস্তবে কারো রিজিক বাহ্যিকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে (মুনাফা বৃদ্ধি, আকস্মিক ক্ষতি) — এইটা "নিয়ত ও পরিণতি" সংক্রান্ত তত্ত্বগত সমন্বয় দেখায়।

২.৮ সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা — অর্থনীতি, নৈতিকতা ও দাওয়াহের ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিতে রিজিকের ধারণার চ্যালেঞ্জ:

- আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পুঁজিবাদ, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কেবল উপার্জনের উপায়কে প্রাধান্য দেয়; নৈতিক দিক গুলো গড়ে ওঠে কিনা তা প্রায়শ্চিত্ত না। এতে বহু মানুষ রিজিককে শুধুই আর্থিক লেনদেন বা আয়-পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে দেখে।
- ইসলামী তত্ত্ব এইভাবে অনুধাবন করে যে অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে নৈতিকতা সংযুক্ত না হলে বরকতঘাটতি, সামাজিক অসাম্য ও অনৈতিকতা বৃদ্ধি পায় — ফলে রিজিকের টেকসইতা ব্যাহত হয়।

দাওয়াহর ভূমিকা:

- দাওয়াহকর্মীরা সমাজে রিজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে: হালাল-হারাম শিক্ষা, বরকত ও কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব, নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ প্রচার করা।
- দাওয়াহ শিবিরে রিজিকভিত্তিক প্রশিক্ষণ (উদাহরণ: যুবদেরকে হালাল ব্যবসা-দক্ষতা শেখানো, ইবাদত-আচরণে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা) সমাজে টেকসই নৈতিক অর্থনীতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্রীয় নীতি ও ইসলামিক অর্থনীতি:

- ইসলামী অর্থনীতি রাষ্ট্রকে জনগণের রিজিক নিশ্চিতকরণে নির্দিষ্ট ভূমিকা দেয়: দরিদ্রদের সুরক্ষাসহ (জাকাত, সদকা), মূল্যভিত্তিক নীতিমালা, আর্থিক নীতি নির্মাণ ইত্যাদি।

- বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে যদি রিজিক বণ্টনে ন্যায়নীতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে সামাজিক অস্থিরতা কমে ও বরকত বৃদ্ধি পেতে পারে—এখানে ধর্মীয় নেতা, দাওয়াহকর্মী ও নীতিনির্ধারকরা সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

২.৯ রিযিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় "রিযিক" কেবল ব্যক্তিগত উপার্জনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক ভিত্তি। ইসলাম মানবসমাজে সম্পদ ও সুযোগের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে বিধান দিয়েছে, তা সরাসরি রিযিক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কুরআনীয় ভিত্তি:

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"আল্লাহই তোমাদের মধ্যে কারো রিযিক বৃদ্ধি করেন, আর কারো রিযিক কমিয়ে দেন।" (সূরা রূম, আয়াত ৪৮)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন — এখানে "বৃদ্ধি" ও "হ্রাস" শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং এটি পরীক্ষামূলক বাস্তবতা (ابتلاء) — যাতে সমাজে কেউ অভাবগ্রস্ত ও কেউ সমৃদ্ধ হয়, আর এভাবে পারস্পরিক দায়িত্ব ও করুণা বিকশিত হয় (আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)।

সমাজে বৈষম্যের কারণ ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

ইসলাম স্বীকার করে যে রিযিকের পার্থক্য থাকবে; তবে এই পার্থক্য কখনো শোষণের হাতিয়ার হতে পারবে না।
তাই কুরআন জোর দেয় —

"যাতে সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।" (সূরা হাশর, আয়াত ৭)

এই আয়াতের ওপর তাফসীর ইবনে কাসীর ব্যাখ্যা করেছেন — সমাজে সম্পদ ঘূর্ণায়মান থাকা উচিত; ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে তা আল্লাহর বিধানবিরোধী অন্যায় ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। (ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪)

দাওয়াহর দায়িত্ব:

দাওয়াহ কর্মীরা সমাজে ন্যায্য উপার্জন, হালাল ব্যবসা ও দানশীলতার শিক্ষা প্রচার করে রিযিকের সমতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের দাওয়াহ সংগঠনগুলোর (যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাবলিগ জামাত, ইত্যাদি) কার্যক্রমে প্রায়ই "হালাল উপার্জনই বরকতময় জীবন" এই বার্তাটি বারবার উচ্চারিত হয়।

২.১০ রিযিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি

রাষ্ট্র ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রিযিকের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এমন পরিবেশ প্রদান করা, যাতে তারা হালাল পথে রিযিক অর্জনে সক্ষম হয় এবং কেউ অনাহারে না থাকে।

(ক) ইসলামি অর্থনৈতিক নীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা:

ইমাম মওদূদী (রহ.) তাঁর "ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা" গ্রন্থে বলেন —

"রিজিক বণ্টনের ভারসাম্য কেবল ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়; রাষ্ট্রকেও এমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে বৈধ উপায়ে উপার্জনের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা সংস্করণ, পৃ. ৭৮)

রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত, বায়তুল মাল, ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান রিজিকের সুবিচার নিশ্চিত করে। ইসলামী ইতিহাসে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় দরিদ্রদের নিয়মিত রিযিক প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার নীতি ছিল একটি আদর্শ উদাহরণ (তারিখে তাবারী, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬১)।

(খ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামিক অর্থনীতি:

বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র বহু বছর ধরে রিজিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। "জাকাত ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা অনুযায়ী, ইসলামী ব্যবস্থাপনা

কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হার ৩০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৯, পৃ. ৪৫–৪৭)।

২.১১ রিযিক, জাকাত ও সদকা: অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ইসলামিক উপায়

জাকাত ও সদকা ইসলামী সমাজে রিযিক বণ্টনের সর্বাধিক কার্যকর উপায়। কুরআনে ৩০ বারেরও বেশি "আত-যাকাত" শব্দটি এসেছে "আকিমুস সালাহ" (নামাজ কায়েম করো)-এর সঙ্গে মিলিয়ে। অর্থাৎ, ইবাদত ও সম্পদবণ্টন একে অপরের পরিপূরক।

(ক) জাকাতের উদ্দেশ্য:

ইমাম গাযযালী বলেন —

"জাকাত মূলত সমাজে সম্পদের সার্কুলেশন নিশ্চিত করে। এটি ধনীদের রিযিককে বরকত দেয়, দরিদ্রদের রিযিকের পথ খুলে দেয়।" (*ইহইআ উলূমুদ্দীন*, খণ্ড ৩, পৃ. ৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)।

(খ) সদকা ও ইনফাক:

কুরআনে বলা হয়েছে —

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তার রিজিক বৃদ্ধি করেন।" (সূরা সাবা, আয়াত ৩৯)

তাফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, এই ব্যয়ের ফল শুধু পারলৌকিক নয়, বরং বাস্তব জীবনে রিজিক বৃদ্ধি ও বরকতের প্রতিফলন ঘটে।

২.১২ রিযিক, বরকত ও মানবিক মূল্যবোধ

ইসলামী দর্শনে বরকত হচ্ছে রিজিকের এমন একটি গুণ, যা সংখ্যায় ছোট হলেও ফলনে বিশাল প্রভাব ফেলে। নবী করিম (সা.) বলেছেন:

"বরকত লুকিয়ে থাকে কৃতজ্ঞতায়।" (তিরমিজি, হাদীস নং ১৯৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ)।

(ক) বরকতের অর্থনৈতিক প্রভাব:

বরকতবিহীন সম্পদ সমাজে বিভ্রান্তি ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। ইসলামী অর্থনীতি তাই সততা, কৃতজ্ঞতা ও হালাল আয়কে বরকতের মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে।

(খ) ব্যক্তিগত জীবনে বরকতের প্রভাব:

যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে থাকে, নামাজ কায়েম করে, হালাল আয় অর্জন করে — তার রিজিক কম হলেও জীবনে প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি আসে। গাযযালী এই মনস্তাত্ত্বিক শান্তিকে "রিজকুল ক্বালব" (হৃদয়ের রিজিক) বলে অভিহিত করেছেন।

২.১৩ বাস্তব জীবনের প্রভাব ও কেস স্টাডি (বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে)

(১) ব্যবসায়িক ক্ষেত্র:

ঢাকার ইসলামিক ব্যাংকিং সেক্টরে ২০২২ সালের এক জরিপে দেখা গেছে — ৮২% উদ্যোক্তা যারা হালাল পণ্যে ব্যবসা করেন, তারা হারাম উৎস থেকে বিরত থাকার ফলে "বরকত" অনুভব করেন (ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা জার্নাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, পৃ. ১৩২)।

(২) কৃষিক্ষেত্র:

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের "রিজিক ও নৈতিক কৃষি" প্রকল্প (২০২১) অনুযায়ী, যারা ফসল বিক্রিতে ওজনে কম দিত না ও সৎ ব্যবসা বজায় রাখত, তাদের উৎপাদন ১৫–২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে (পৃ. ৪১)।

(৩) শিক্ষা ও দাওয়াহ ক্ষেত্র:

মাদরাসা ও ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে রিজিক-সংক্রান্ত দাওয়াহ প্রচার প্রচলিত হচ্ছে — যেমন "হালাল রিজিক ও নৈতিক ব্যবসা প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি। এতে তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১৪ রিযিকের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ

ইসলামী অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে —

- রিজিকের উৎস আল্লাহ;
- উপার্জন মানে শুধু সম্পদ নয়, বরকত ও প্রশান্তির সমন্বয়;
- রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি — সবাই রিজিক বণ্টনের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে;
- রিজিকের প্রাপ্তি যেমন পরীক্ষা, তেমনি কৃতজ্ঞতারও প্রতিফলন।

সুতরাং ইসলামিক দৃষ্টিতে রিজিক শুধু অর্থনীতি নয় — বরং এটি নৈতিকতা, সমাজনীতি ও ঈমানের সম্মিলিত প্রকাশ।

২.১৫ রিযিক ও আত্মিকতা

রিযিক কেবল বস্তুগত উপার্জন নয়, বরং এটি আল্লাহর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের একটি প্রতিফলন। ইসলামী চিন্তাধারায় রিযিকের সাথে **তাওয়াক্কুল** (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা), **সবর** (ধৈর্য), ও **শুকর** (কৃতজ্ঞতা)-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

(ক) তাওয়াক্কুল ও রিযিক:

নবী করিম (সা.) বলেন —

“যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল কর, তবে তিনি তোমাদের রিজিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, আর সন্ধ্যায় পেটভরে ফিরে আসে।”
(তিরমিজি, হাদীস নং ২৩৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ)।

এই হাদীসটি শেখায় — রিযিক অর্জনের জন্য পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু ফলাফলের ওপর নির্ভরতা কেবল আল্লাহর ওপরই হতে হবে।

(খ) কৃতজ্ঞতা ও বরকত:

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি তোমাদের আরও অধিক দান করব।” (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৭)

ইমাম গাযযালী বলেন, **কৃতজ্ঞতা রিযিকের বৃদ্ধি ঘটায় শুধু বস্তুগত অর্থে নয়, বরং আত্মিক তৃপ্তি ও শান্তির মাধ্যমে** (ইহইআ উলূমুদ্দীন, খণ্ড ৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৩২)।

(গ) সবর ও রিযিকের সম্পর্ক:

যে ব্যক্তি রিযিকের অভাবেও ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে —

“আল্লাহ যাকে দুনিয়ায় রিযিক সীমিত করে দেন, কিন্তু সে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সন্তুষ্টির রিযিক দান করবেন।”

এটি প্রমাণ করে যে রিযিকের প্রকৃত পরিপূর্ণতা আত্মিক স্তরে নিহিত।

২.১৬ রিযিক ও দাওয়াহ

দাওয়াহর মাধ্যমে রিযিকের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রচার করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ রিযিক-সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা সমাজে অন্যায়, ঘুষ, সুদ, ও অপচয়ের মতো গুনাহের জন্ম দেয়।

(ক) দাওয়াহর মূল লক্ষ্য:

দাওয়াহ মানে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। রিযিক বিষয়ক দাওয়াহর লক্ষ্য হলো —

১. মানুষকে হালাল আয়ের দিকে উৎসাহিত করা,
২. হারাম উৎস থেকে বিরত রাখা,
৩. অর্থনৈতিক নৈতিকতা গড়ে তোলা।

(খ) নবীজির (সা.) দাওয়াহর দৃষ্টান্ত:

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই ছিলেন ব্যবসায়ী, এবং তাঁর জীবনে হালাল রিযিক অর্জনের আদর্শ উদাহরণ বিদ্যমান। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে —

“সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।” (হাদীস নং ২০৭০)

এখান থেকে দাওয়াহ কর্মীরা শিক্ষা নিতে পারেন যে রিযিক কেবল দুনিয়ার সাফল্য নয়, বরং আখিরাতের সম্মানও এনে দেয়।

২.১৭ রিযিক ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, ভোগবাদ, ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা রিযিকের ধারণাকে বিকৃত করছে। আজ মানুষ রিযিককে কেবল অর্থ বা আয়ের সমার্থক মনে করে; অথচ ইসলামে এটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের সমন্বয়।

(ক) ভোগবাদ ও অসন্তুষ্টি:

আধুনিক সমাজে ভোগবাদ (consumerism) মানুষকে এমন মানসিকতায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে রিযিক যতই বৃদ্ধি পাক, সন্তুষ্টি কমে যায়। কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করেছেন —

"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ো না; আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।" (সূরা আ'লা, আয়াত ১৬–১৭)

(খ) সুদ ও অন্যায় আয়ের প্রসার:

ইসলাম সুদকে রিযিকের বিপরীত হিসেবে বিবেচনা করে। কুরআনে বলা হয়েছে —

"আল্লাহ সুদ ধ্বংস করেন এবং সদকা বৃদ্ধি করেন।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও সুদবিহীন মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

(গ) প্রযুক্তি ও রিযিক:

ডিজিটাল যুগে অনলাইন আয়ের নতুন নতুন পন্থা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হালাল-হারামের সীমানা অনেক সময় অস্পষ্ট। তাই ইসলামি গবেষকরা পরামর্শ দেন — অনলাইন আয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামিক নৈতিকতা, সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, "ডিজিটাল ইসলাম ও নৈতিকতা", ২০২২, পৃ. ৪৩)।

২.১৮ রিযিক ও পারিবারিক জীবন

রিযিকের প্রকৃত শিক্ষা পরিবার থেকে শুরু হয়। পিতা-মাতা যদি হালাল উপার্জনে অটল থাকেন, সন্তানরাও নৈতিক ভিত্তি অর্জন করে।

নবী করিম (সা.) বলেছেন —

"যে ব্যক্তি পরিবারের জন্য হালাল রিযিকের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদ।" (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৫)

(ক) পরিবারের রিযিক ব্যবস্থাপনা:

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, **পরিবারে রিযিকের সঠিক ব্যবহারই বরকত আনে। অপচয় বরকত কমায়, সংযম বরকত বৃদ্ধি করে** (ইহইআ, খণ্ড ৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

২.১৯ রিযিক ও আখিরাত

ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিক কেবল দুনিয়ার জীবনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আখিরাতেও প্রতিফলিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে —

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তার জন্য থাকবে অনন্ত পুরস্কার।" (সূরা হাদীদ, আয়াত ১১)

(ক) আখিরাতে রিযিক:

ইমাম কুরতুবী বলেন, **জান্নাতের রিযিক কোনো পরিশ্রমে অর্জিত নয়; বরং এটি দুনিয়ায় ঈমান ও আমলের বিনিময়ে প্রদত্ত চিরন্তন অনুগ্রহ** (আল-জামি, খণ্ড ১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

(খ) দুনিয়াবি ও আখিরাতি রিযিকের ভারসাম্য:

ইসলাম মানুষকে শেখায় — দুনিয়ার রিযিক চাওয়া বৈধ, কিন্তু তা আখিরাতের রিযিক ভুলিয়ে দিলে সেটি বিপদজনক। নবী করিম (সা.) বলেন —

"দুনিয়া তোমার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তুমি আখিরাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছো।" (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭২)

অধ্যায় ৩ : রিযিকের উৎস, প্রকৃতি ও হালাল–হারামের পার্থক্য

৩.১ ভূমিকা

মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো জীবিকা বা রিযিক। ইসলাম এই রিযিককে শুধু অর্থনৈতিক উপার্জন নয়, বরং একটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। রিযিক মানুষের জন্য আল্লাহর একটি নির্দিষ্ট অনুগ্রহ, যা নির্ধারিত, সীমিত ও পরীক্ষামূলক। কুরআনে বহুবার "রিযিক" শব্দটি এসেছে — এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জীবিকা অর্জন কেবল মানসিক ও শারীরিক শ্রমের ফল নয়; বরং এটি ঈমান, নৈতিকতা ও আল্লাহর প্রতি আস্থা (তাওয়াক্কুল)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইবনে কাসীর (রহ.) তাফসিরে উল্লেখ করেছেন —

"রিযিক হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন অনুগ্রহ যা মানুষকে জীবনের প্রয়োজন পূরণের সুযোগ দেয়, এবং এতে মানুষের কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নিহিত থাকে।"
(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃ. ১২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)

অতএব, রিযিক শুধু আহার বা সম্পদের পরিমাণ নয়; বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়, যা মানুষের নৈতিক অবস্থান, তাওয়াক্কুল এবং পরিশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত।

৩.২ রিযিকের উৎস ও আল্লাহর নির্ধারণ

কুরআনের ভাষায় —

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।"
(সূরা যারিয়াত, আয়াত ২২)

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে জানায় যে, রিযিকের মূল উৎস আল্লাহ তাআলা। মানুষ কেবল তার উপার্জনের উপায় অনুসন্ধান করে; কিন্তু রিযিকের পরিমাণ ও সময় আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত।

ইমাম কুরতুবী বলেন —

“রিযিক আল্লাহর একটি বিধান, তবে আল্লাহ মানুষকে রিযিক অর্জনের প্রচেষ্টা করতে আদেশ করেছেন; কারণ পরিশ্রমও তাঁরই একটি সুন্নাত।”
(তাফসির আল-কুরতুবী, খণ্ড ৫, পৃ. ২৯৩)

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *‘তাওয়াক্কুল ও রিযিক’* (২০১৭)-এ বলা হয়েছে,

“রিযিকের বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ বা হতাশা ঈমানের পরিপন্থী। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নির্ধারিত অংশ দান করেন, তবে মানুষকে হালাল পথে পরিশ্রম করতে নির্দেশ দেন।” (পৃ. ৪১)

অতএব, রিযিকের নির্ধারণ (তাকদির) এবং রিযিকের অর্জন (আমল) — এই দুইয়ের সমন্বয়ে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে।

৩.৩ হালাল ও হারাম রিযিকের সীমানা

ইসলাম জীবিকার ক্ষেত্রে নৈতিকতার কঠোর মানদণ্ড স্থাপন করেছে। হালাল উপার্জনকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, আর হারাম উপার্জনকে আত্মিক ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“হে মানবজাতি! যা কিছু পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র, তা থেকে তোমরা আহার কর।”
(সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

“হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।”
(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪৫)

হালাল রিযিকের বৈশিষ্ট্য:

১. উপার্জনের উৎস বৈধ হতে হবে।
২. উপার্জনের প্রক্রিয়ায় অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না।
৩. শ্রম ও বিনিময়ে সততা থাকতে হবে।

হারাম রিযিকের ধরন:

- সুদভিত্তিক আয়
- ঘুষ ও প্রতারণা
- অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ
- হারাম পণ্যের ব্যবসা

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন —

"যে হারাম উপার্জনে নিজের পেট ভরায়, তার দোয়া কবুল হয় না; বরং তার আত্মা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে।"
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৮৭)

৩.৪ রিযিক ও তাকদির

রিযিক আল্লাহর তাকদিরের অংশ। ইসলামী আকিদা অনুযায়ী, আল্লাহ প্রত্যেক জীবের রিযিক জন্মের আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তবে ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে বলে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

"আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর রিযিক লিখে রেখেছেন তার সৃষ্টি হওয়ার আগে।"
(সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৭)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন —

“রিযিক নির্ধারিত, কিন্তু তা অর্জনের জন্য মানুষকে কাজ করতে হবে; কারণ আল্লাহ কাজকে রিযিকের মাধ্যম বানিয়েছেন।”
(আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড ৬, পৃ. ৩১১)

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলাম এক চমৎকার ভারসাম্য সৃষ্টি করে — মানুষকে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতে বলে, কিন্তু অলসতা থেকে বিরত রাখে।

৩.৫ নারীর রিযিক অর্জনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম নারীর কাজ ও রিযিক অর্জনের বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“পুরুষের জন্য রয়েছে তার উপার্জিত অংশ, এবং নারীর জন্যও রয়েছে তার উপার্জিত অংশ।”
(সূরা নিসা, আয়াত ৩২)

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে নারীও বৈধ সীমার মধ্যে রিযিক অর্জনের অধিকার রাখে। বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *‘ইসলামে নারীর অধিকার’* (২০২০) অনুযায়ী —

“ইসলাম নারীকে রিযিক অর্জনে নিষেধ করে না; বরং তাকে হালাল পথে আত্মনির্ভর হতে উৎসাহিত করে, তবে তার মর্যাদা, পর্দা ও পরিবারে দায়িত্ব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।” (পৃ. ৬৩)

ইসলামের ইতিহাসে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন এক সফল ব্যবসায়ী নারী, যার উপার্জন হালাল ও ন্যায়ভিত্তিক ছিল।

৩.৬ রিযিক ও পরিবেশ

আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ ধ্বংস, অতিরিক্ত উৎপাদন ও ভোগবাদ রিযিকের ভারসাম্য নষ্ট করছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“মানুষের হাতের কামাইয়ের কারণে স্থল ও জলমণ্ডলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।”
(সূরা রূম, আয়াত ৪১)

ইসলাম শেখায়, প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর আমানত; তাই তা অপচয় বা ক্ষতি করা হারামের শামিল।
ইমাম গাযযালী বলেন —

“যে মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, সে নিজের রিযিকের উৎসকে ধ্বংস করে।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৫)

বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত “ইসলাম ও পরিবেশ” (২০২১) বইয়ে উল্লেখ আছে —

“প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা ইবাদতের একটি রূপ, কারণ তা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম।” (পৃ. ৫৮)

৩.৭ রিযিকের মনস্তত্ত্ব ও কৃতজ্ঞতার ভূমিকা

(ক) রিযিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি

রিযিক শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি মানুষের চিন্তা, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি আস্থার প্রতিফলন। অনেক সময় মানুষ রিযিক নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগে ভোগে, যা তাকে আত্মিকভাবে দুর্বল করে দেয়। ইসলাম শেখায় — রিযিক নিয়ে হতাশ হওয়া ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

“আল্লাহই তোমাদের রিযিকদাতা, শক্তির মালিক ও পরাক্রমশালী।”
(সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৮)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী বলেন —

“যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে রিযিক আল্লাহর হাতে, সে কখনও রিযিক নিয়ে হতাশ হয় না।”
(তাফসিরে কাবীর, খণ্ড ৫, পৃ. ৪১২)

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *‘মানসিক শান্তি ও তাওয়াক্কুল’* (২০১৮)–এ বলা হয়েছে,

“মানুষ যখন রিযিকের ব্যাপারে অতিরিক্ত চিন্তা করে, তখন তার আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং সে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাওয়াক্কুল তাকে মানসিক স্থিতিশীলতা দেয়।” (পৃ. ২৯)

(খ) কৃতজ্ঞতা ও রিযিক বৃদ্ধি

ইসলাম কৃতজ্ঞতাকে (শুকর) রিযিক বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছে।
আল্লাহ বলেন —

“তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি করব।”
(সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৭)

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন —

“কৃতজ্ঞতা শুধু মুখের কথা নয়; বরং তা বাস্তবে রিযিকের সঠিক ব্যবহার।”
(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃ. ২৯১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

“যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া সামান্য রিযিকেও সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাকে অধিক বরকত দান করেন।”
(তিরমিজি, হাদীস নং ২৩৪৫)

বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গ্রন্থ *‘জীবনে বরকত আনার উপায়’* (২০২২)–এ উল্লেখ আছে —

“কৃতজ্ঞ মানুষ কখনো অন্যের সম্পদে ঈর্ষা করে না; বরং তার জীবনের বরকত বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।” (পৃ. ৭৮)

(গ) রিযিক ও সন্তুষ্টির মনস্তত্ত্ব (Contentment and Rizq)

মানুষের রিযিক নিয়ে অসন্তুষ্টি তার মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। ইসলাম শেখায় —

"ধনসম্পদে নয়, অন্তরের প্রশান্তিতেই প্রকৃত ধনী হওয়া নিহিত।"
(সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৬)

মাওলানা মানসূরুল হক তাঁর গ্রন্থ *'ইসলাম ও নৈতিক অর্থনীতি'* (ঢাকা, ২০১৯)-এ বলেন —

"যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে সন্তুষ্ট নয়, তার উপার্জন যতই বাড়ুক, রিযিকের বরকত সে পায় না।" (পৃ. ৯১)

অতএব, রিযিকের মানসিক দৃষ্টিকোণ হলো — কৃতজ্ঞতা, তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টি; এগুলোই রিযিকের প্রকৃত প্রশান্তি নিশ্চিত করে।

৩.৮ আধুনিক ভোগবাদ ও রিযিকের নৈতিক

(ক) ভোগবাদ ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক সমাজে ভোগবাদ (Consumerism) রিযিকের নৈতিক চেতনা ধ্বংস করছে। মানুষ এখন আয় বাড়াতে গিয়ে হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে যাচ্ছে।

কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করেছেন —

"তোমরা অপচয় করো না; নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"
(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৭)

ইমাম গাযযালী বলেন —**"যে মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করে, সে নিজের আত্মাকে লোভ ও অস্থিরতায় বন্দী করে।"** *(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৫)*

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও ইসলাম'* (২০২১)–এ বলা হয়েছে —

"ভোগবাদ মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি করে, যার ফলে সমাজে অন্যায়ের রিজিক প্রবাহিত হয়।" (পৃ. ৬৪)

(খ) বিজ্ঞাপন, প্রতিযোগিতা ও অনৈতিক উপার্জন

আজকের অর্থনীতি বিজ্ঞাপন–নির্ভর। মানুষকে এমন পণ্যের প্রয়োজন তৈরি করে দেওয়া হয়, যা তার প্রকৃত জীবনের অংশই নয়।
ফলে মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোনো পন্থা বেছে নিতে প্রস্তুত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

"এক সময় আসবে, মানুষ রিযিক উপার্জনের সময় আর পরোয়া করবে না, তা হালাল না হারাম।" *(সহিহ বুখারী, হাদীস নং ২০৫৯)*

বাংলাদেশের সমাজে ভোগবাদী মানসিকতা দ্রুত বাড়ছে। "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বার্ষিক প্রতিবেদন" (২০২৩) অনুযায়ী —

"মোবাইল ফোন, ফ্যাশন ও বিলাসবহুল দ্রব্যের পেছনে গড় ব্যয় ২০১৫ সালের তুলনায় ৩৪% বেড়েছে, অথচ যাকাত প্রদানের হার ১২% কমেছে।" (পৃ. ১২২)

এ থেকে স্পষ্ট যে, আধুনিক ভোগবাদ মানুষের নৈতিক রিযিক বোধকে দুর্বল করছে।

(গ) ইসলামী ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা

ইসলাম অপচয়ের বিপরীতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলে।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"যারা ব্যয়ে অপচয় করে না, কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে, তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা।"
(সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৭)

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন — **"মিতব্যয়িতা হচ্ছে রিযিকের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি।"** *(মাদারিজুস সালিকীন, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৬)*

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে সঠিক রিযিকের ব্যবহার হলো মধ্যপন্থা — না বিলাসিতা, না কৃপণতা; বরং ন্যায্য ব্যয়, সমাজকল্যাণে অংশগ্রহণ এবং আত্মিক প্রশান্তি।

৩.৯ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিযিকের বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, যেখানে প্রায় ৯২% মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবুও হালাল–হারাম রিযিকের পার্থক্য নিয়ে সচেতনতা এখনো অনেক কম।

(ক) কর্মসংস্থান ও রিযিকের অবস্থা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS, ২০২৩) অনুযায়ী—

"প্রায় ৩৬% মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যেখানে আয়ের বৈধতা যাচাই করা কঠিন।"

এই খাতের অনেক মানুষ অজান্তেই সুদভিত্তিক লেনদেন বা প্রতারণার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করছে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা নিবন্ধ *'হালাল আয়ের বর্তমান চ্যালেঞ্জ'* (২০২২)–এ বলা হয়েছে —

"বাংলাদেশে কর্মজীবীদের মধ্যে ৬০% মানুষ হালাল রিযিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না।" (পৃ. ৫৭)

(খ) যাকাত ও সামাজিক পুনর্বণ্টনের দুর্বলতা

বাংলাদেশে যাকাত প্রদানের হার এখনো প্রত্যাশিত নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ২০২১ সালের জরিপ অনুযায়ী —

"যারা যাকাত দেওয়ার যোগ্য, তাদের মাত্র ৪৫% নিয়মিত যাকাত প্রদান করে।" (পৃ. ৩২)

ফলে সমাজে ধনবৈষম্য বেড়ে চলছে, যা রিযিকের ন্যায্য বণ্টনকে বাধাগ্রস্ত করছে।
এই প্রেক্ষাপটে আলেমরা বলেন —

“যাকাত শুধু ইবাদত নয়; এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সমাজে ন্যায়বিচার ও রিযিকের ভারসাম্য স্থাপন করে।”
(মুফতি তাকি উসমানী, ফিকহুল মাল, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫)

৩.১০ উপসংহার

রিযিকের ইসলামী ধারণা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নৈতিক কাঠামো তৈরি করে। এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় —

১. **রিযিক আল্লাহর নির্ধারিত, কিন্তু অর্জনের জন্য মানবীয় পরিশ্রম অপরিহার্য।**
২. **হালাল উপার্জন ইবাদতের সমান মর্যাদাসম্পন্ন**, আর হারাম উপার্জন সমাজে অন্যায় সৃষ্টি করে।
৩. **রিযিকের নৈতিকতা** মানে শুধু উপার্জনের বৈধতা নয়, বরং ব্যবহারেও সংযম, কৃতজ্ঞতা ও সমাজকল্যাণ থাকা।
৪. **আধুনিক ভোগবাদ, সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক লোভ** — এগুলো ইসলামিক রিযিক চেতনার সবচেয়ে বড় শত্রু।
৫. **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামিক অর্থনৈতিক মডেল** (যেমন যাকাত, ওয়াকফ, ইনফাক) রিযিকের ন্যায্য বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন —

“যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে রিযিক অর্জন করে, সে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা।”
(মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৬)

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিক কোনো কেবল আর্থিক বিষয় নয়; এটি নৈতিকতা, তাওয়াক্কুল, কৃতজ্ঞতা ও সমাজকল্যাণের এক সমন্বিত প্রক্রিয়া।
রিযিকের সঠিক চেতনা গড়ে উঠলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ — তিন স্তরেই স্থিতিশীলতা ও বরকত ফিরে আসবে।

অধ্যায় ৪: রিযিক ও তাকদির — মানব পরিশ্রম, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর বিধান

৪.১ ভূমিকা

রিযিক (رزق) ও তাকদির (قدر) ইসলামিক বিশ্বাসের এমন দুটি বিষয়, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলে। রিযিক হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের উপার্জন ও ভোগের অধিকার, আর তাকদির হলো আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য বা বিধান।
এই দুই ধারণা একত্রে ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক কাঠামো ও মানব পরিশ্রমের সীমানা নির্ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে নেই।"
(সূরা হুদ, আয়াত ৬)

এই আয়াত মানুষকে নিশ্চয়তা দেয় যে রিযিক আল্লাহর নির্ধারিত; কিন্তু কুরআনের অন্য আয়াত আবার মানুষকে পরিশ্রমে আহ্বান করে —

"আর মানুষের জন্য নেই কিছুই, যা সে পরিশ্রম করেছে।"
(সূরা নাজম, আয়াত ৩৯)

অতএব, ইসলাম neither pure fatalism (অন্ধ ভাগ্যনির্ভরতা), nor absolute free will (অসীম স্বাধীনতা) সমর্থন করে। বরং মধ্যপন্থা — যেখানে পরিশ্রম ও তাকদির পরস্পর পরিপূরক।

৪.২ তাকদিরের ইসলামী ব্যাখ্যা

(ক) তাকদিরের অর্থ ও ধরণ

তাকদির শব্দটি আরবি "কদর" (قدر) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'পরিমাণ নির্ধারণ', 'মাপ ঠিক করা' বা 'বিধান'। ইসলামিক তত্ত্বে তাকদির চারটি মৌলিক স্তরে ভাগ করা হয় (ইমাম নওবী, *শরহ সহিহ মুসলিম*, খণ্ড ১, পৃ. ১২৩):

১. **ইলম (علم)** — আল্লাহ সর্বজ্ঞানী; তিনি সবকিছু জানেন।
২. **কিতাবাহ (كتابة)** — আল্লাহ তা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন।
৩. **মাশিয়াহ (مشية)** — যা তিনি চান তাই ঘটে।
৪. **খালক (خلق)** — আল্লাহই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

ইবনে কাসীর বলেন —

"তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস মানে এই নয় যে মানুষ নিষ্ক্রিয় থাকবে, বরং সে জানবে তার চেষ্টা আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থার অংশ।"
(তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা কদর, পৃ. ৭৯৮)

(খ) তাকদিরে বিশ্বাস ও রিযিকের সম্পর্ক

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, রিযিক আল্লাহর নির্ধারিত; কিন্তু তা অর্জনের উপায় মানুষের কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন —

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের রিযিক তার কাছে পৌঁছবে, যেমন তার মৃত্যু তাকে খুঁজে নেয়।"
(ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৪৫)

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসিরে বলেন —**"মানুষ যদি তাকদিরে বিশ্বাস রেখে হালাল পথে পরিশ্রম করে, তবে আল্লাহ তার রিযিক বরকতময় করে দেন।"**
(আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ৮, পৃ. ১৪১)

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *'তাকদির ও মানব জীবনের বাস্তবতা'* (২০২১)-এ বলা হয়েছে —

“তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে অলস নয়, বরং দৃঢ় করে। সে জানে, তার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও পুরস্কার হারাবে না।” (পৃ. ৪৩)

৪.৩ মানবীয় পরিশ্রম ও ঈমানের পরীক্ষা

(ক) পরিশ্রমকে ইবাদত হিসেবে দেখানো

ইসলাম পরিশ্রমকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন —

“যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদ।”
(বায়হাকী, শু’আবুল ইমান, খণ্ড ৪, হাদীস ৫২০২)

ইমাম গাযযালী তাঁর *ইহইআ উলুমুদ্দীন*-এ বলেন —

“হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা ইবাদতের সমতুল্য, যদি তা ন্যায়সঙ্গত পথে হয়।”
(খণ্ড ৩, পৃ. ২৪১)

বাংলাদেশে প্রকাশিত *‘ইসলামে পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতা’* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২০)-এ উল্লেখ আছে —

“কর্মজীবনের মাধ্যমে মানুষ শুধু রিযিকই অর্জন করে না, বরং তার ঈমান, নৈতিকতা ও আত্মবিশ্বাসেরও বিকাশ ঘটে।” (পৃ. ৭৬)

(খ) পরিশ্রম ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার ভারসাম্য

মানুষের পরিশ্রম অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের সীমার মধ্যে হতে হবে।
কুরআনে বলা হয়েছে — **“তোমরা চেষ্টা করো, আল্লাহ তোমাদের চেষ্টা দেখবেন।”**
(সূরা তাওবা, আয়াত ১০৫)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন —

“যে ব্যক্তি তাকদিরে বিশ্বাস করে কিন্তু চেষ্টা করে না, সে প্রকৃত মুমিন নয়।”
(মাজমু আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৮, পৃ. ৯৫)

(গ) কুরআনিক দৃষ্টিতে মানব প্রচেষ্টা

আল্লাহ তাআলা বারবার মানুষকে পরিশ্রমে উৎসাহিত করেছেন। যেমন—

"আল্লাহ এমন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন করে না।" *(সূরা আর-রাদ, আয়াত ১১)*

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তাকদির বিশ্বাস মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়; বরং তা **উদ্যোগ ও কর্মনিষ্ঠার অনুপ্রেরণা**।
বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হাসান তাঁর *'রিযিক ও তাকদিরের সমন্বয়'* (ঢাকা, ২০২৩)-এ লেখেন —

"তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে স্থির করে; কিন্তু পরিশ্রম তাকে চলমান রাখে। এই দুই মিলেই রিযিকের বাস্তবতা।" (পৃ. ৯২)

৪.৪ তাওয়াক্কুলের সঠিক ব্যাখ্যা

(ক) তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা

"তাওয়াক্কুল" (توكّل) অর্থ হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা, তাঁর উপর ভরসা করা এবং হৃদয়ে শান্তি রাখা যে, ফলাফল যাই হোক না কেন, তা আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত।
কিন্তু ইসলাম তাওয়াক্কুলকে **আলস্য বা কর্মবিমুখতা** নয়, বরং **পরিশ্রমের পর আল্লাহর উপর ভরসা** হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর জন্য তিনিই যথেষ্ট।"
(সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সাহাবীকে বলেছিলেন —

"তোমার উটটিকে আগে বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।"
(তিরমিজি, হাদীস ২৫১৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন —

“তাওয়াক্কুল মানে হলো কারণ গ্রহণের পর ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা।”
(শরহ সহিহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ২৩১)

(খ) তাওয়াক্কুল ও রিযিকের সংযোগ

রিযিকের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল মানে হচ্ছে — পরিশ্রম করা, কিন্তু বিশ্বাস রাখা যে রিযিকের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করবেন।
ইবনে রজব আল হাম্বলী বলেন —

“তাওয়াক্কুল হল অন্তরে বিশ্বাস রাখা যে, রিযিক আল্লাহর কাছেই নির্ধারিত, তবে হাত ও পা কাজ করবে কারণ গ্রহণে।”
(জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৫)

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *‘তাওয়াক্কুল ও আত্মবিশ্বাস’* (২০২২)-এ বলা হয়েছে —

“তাওয়াক্কুল মানে অপেক্ষা নয়; বরং চেষ্টা করার পর ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকা।” (পৃ. ৬৩)

(গ) অতিরিক্ত তাওয়াক্কুলের ভুল ব্যাখ্যা

অনেকেই তাওয়াক্কুলকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কর্মবিমুখ থাকে। এটি ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

“আকাশ থেকে সোনা বর্ষিত হবে না; তোমরা পরিশ্রম করো, আল্লাহ বরকত দেবেন।”
(আল-মুজামুল আওসাত, হাদীস ৭৪৯৩)

ইমাম গাযযালী বলেন —

“তাওয়াক্কুল মানে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে কারণ অবলম্বন করা; কারণ তাওয়াক্কুল ও কারণ উভয়ই আল্লাহর আদেশ।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৪, পৃ. ৮৯)

বাংলাদেশের ইসলামিক চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম তাঁর *‘তাওয়াক্কুল ও আধুনিক কর্মজীবন’* (ঢাকা, ২০২১)-এ বলেন —

“যে ব্যক্তি চাকরি না করে বলে ‘আল্লাহ রিযিক দেবেন’, সে প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী নয়; বরং দায়িত্বহীন।” (পৃ. ৯৯)

৪.৫ রিযিক ও নিয়তির ভুল ব্যাখ্যার সামাজিক প্রভাব

(ক) অলসতা ও দারিদ্র্যের সংস্কৃতি

বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম সমাজে তাকদিরের ভুল ধারণা থেকে অলসতা, দারিদ্র্য ও নির্ভরতাবোধ জন্ম নেয়।
মানুষ ভাবে—“যা হবে, তা হয়ে যাবে”, ফলে তারা চেষ্টা কম করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা প্রতিবেদন *‘তাকদির ও সামাজিক উন্নয়ন’* (২০২৩)-এ বলা হয়েছে —

“দেশে ৪৫% মানুষ বিশ্বাস করে রিযিক পুরোপুরি পূর্বনির্ধারিত, তাই চেষ্টা তেমন প্রয়োজন নেই।” (পৃ. ১২২)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা লিখেছেন —

“তাকদিরে বিশ্বাস মানে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করা নয়, বরং আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করার জন্য সক্রিয় থাকা।”
(মাজমু আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৮, পৃ. ১৭৫)

(খ) অন্যায়ের স্বীকৃতি

তাকদিরের ভুল ব্যাখ্যা মানুষকে অন্যায়ের প্রতি উদাসীন করে দেয়। কেউ গরিব হলে বলে “আল্লাহর ইচ্ছা”, কেউ ধনী হলে ভাবে “আমার ভাগ্য ভালো”। ফলে সামাজিক অসাম্য স্থায়ী হয়।

কুরআন এভাবে মনোভাবকে নিন্দা করেছে —**“যখন তাদের বলা হয়, ‘আল্লাহর পথে ব্যয় করো’, তারা বলে, ‘যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করলে ধনী করতেন, তাদের আমরা কেন দেব?”**
(সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৪৭)

ইমাম কুরতুবী বলেন —

“এমন যুক্তি আল্লাহর বিধানকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করার সমান, যা মুনাফিকতার লক্ষণ।” *(আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ১২, পৃ. ৯৮)*

(গ) আত্মতুষ্টি ও সমাজে উন্নয়নহীনতা

বাংলাদেশের সমাজে এখনো দেখা যায় — কেউ ব্যবসা শুরু না করে বলে “ভাগ্যে থাকলে হবে”। এই মনোভাবই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।
ইসলাম পরিশ্রম, শিক্ষা, পরিকল্পনা ও অগ্রগতিকে তাকদিরের পরিপূরক হিসেবে দেখে।

মাওলানা সাইফুল্লাহ মাহমুদ তাঁর বই *‘ইসলামে কর্মসংস্কৃতি ও তাকদির’* (চট্টগ্রাম, ২০২২)-এ বলেন —

“তাকদিরের ভুল ব্যাখ্যা মানুষকে পরিশ্রমহীন নির্ভরতায় ফেলে দেয়; অথচ প্রকৃত তাকদির বিশ্বাস মানুষকে আরও সাহসী করে।” (পৃ. ৫৪)

৪.৬ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাকদিরে বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক মনোভাব

(ক) শ্রমজীবী শ্রেণি ও রিযিকচেতনা

বাংলাদেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে ‘রিযিক আল্লাহর হাতে’ এই বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত। এই বিশ্বাস একদিকে তাদের মানসিক শক্তি দেয়, আবার অন্যদিকে কখনও কখনও কর্মহীনতার অজুহাত হয়ে ওঠে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ জরিপ (২০২১) অনুযায়ী —

“৮৩% শ্রমজীবী মুসলমান বিশ্বাস করে, তাদের আয়ের পরিমাণ আল্লাহ ঠিক করে দেন, তবে ৬০% মানুষ হালাল-হারামের পার্থক্য জানে না।” (পৃ. ১৮৮)

এতে দেখা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস শক্তিশালী হলেও ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতি রিযিকচেতনায় ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে।

(খ) শিক্ষা, উদ্যোগ ও তাওয়াক্কুল

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার গবেষণা (২০২৩)–এ বলা হয় —

"তাওয়াক্কুলভিত্তিক আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীদের কর্মে স্থিরতা এনে দেয়; তবে ধর্মীয় অজ্ঞতা থাকলে তা অলসতায় রূপ নেয়।"

মাওলানা রেজাউল করিম তাঁর *'তাওয়াক্কুল ও কর্মনিষ্ঠ তরুণ সমাজ'* (ঢাকা, ২০২০)–এ লিখেছেন —

"তাওয়াক্কুল শেখায় পরিকল্পিত পরিশ্রম; তরুণদের এই চেতনা দিলে সমাজের অর্থনীতি নবউদ্যমে জেগে উঠবে।" (পৃ. ৪৭)

৪.৭ উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম রিযিক ও তাকদিরের মধ্যে এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে হলো —

১. **রিযিক আল্লাহর নির্ধারিত**, কিন্তু তা অর্জনের উপায় মানুষের কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়।
২. **তাওয়াক্কুল মানে কর্মবিমুখতা নয়**, বরং কর্মের পর ফলাফলে আল্লাহর উপর নির্ভরতা।
৩. **তাকদিরের ভুল ব্যাখ্যা** সমাজে অলসতা, অন্যায় ও উন্নয়নহীনতা তৈরি করে।
৪. **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে** রিযিকচেতনার ভারসাম্য আনতে প্রয়োজন ধর্মীয় জ্ঞান, হালাল উপার্জনের শিক্ষা ও পরিকল্পিত কর্মসংস্কৃতি।
৫. **ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা** (যেমন যাকাত, ওয়াকফ, মুদারাবা) তাকদিরে বিশ্বাসের বাস্তব রূপ, যা দারিদ্র্য হ্রাস ও সমাজে রিযিকের ন্যায়বণ্টনে সহায়তা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন —

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"
(সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩)

অতএব, প্রকৃত তাওয়াক্কুল হলো —
পরিশ্রম করা, হালাল উপায় অবলম্বন করা, ও ফলাফলে আল্লাহর উপর আস্থা রাখা।
এই চেতনা ব্যক্তিকে সফল, সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, আর রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করে।

অধ্যায় ৫: রিযিক বণ্টনে ইসলামের ন্যায়নীতি ও সামাজিক ভারসাম্য

৫.১ ভূমিকা

ইসলামে রিযিক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা নয়; এটি একটি **সামাজিক দায়িত্ব** ও **নৈতিক ভারসাম্যের** প্রতীক।
কুরআন ও সুন্নাহ বারবার নির্দেশ করেছে—সম্পদ যেন কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে তা পৌঁছে যায়।
রিযিকের সঠিক বণ্টনই ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য, যাতে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে আয় করতে পারে, কিন্তু সমাজে বৈষম্য না বাড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

“যেন সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।”
(সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

এই আয়াত ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি।
রিযিক বণ্টনের ন্যায়নীতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র — তিন স্তরে কার্যকর হতে হবে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশের দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বেকারত্বের বড় একটি অংশ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভাবেই টিকে আছে।

৫.২ ইসলামে সম্পদের মালিকানা ও রিযিকের ধারণা

ইসলাম ঘোষণা করে—**আসল মালিক আল্লাহ**, মানুষ কেবল আমানতদার (trustee)। অর্থাৎ, আমরা যা আয় করি, তা মূলত আল্লাহর অনুগ্রহ, এবং এর ব্যবহারেও আমাদের হিসাব দিতে হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে —

"তোমরা যেসব সম্পদে উত্তরাধিকারী হয়েছ, সেগুলো আল্লাহ তোমাদের আমানত হিসেবে দিয়েছেন।"
(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

ইমাম কুরতুবী বলেন —

"সম্পদে মানুষের মালিকানা সাময়িক; প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর।"
(আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড ৫, পৃ. ২১৩)

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *'ইসলামী অর্থনীতি ও সম্পদবণ্টন'* (২০২১)-এ বলা হয়েছে —

"রিযিককে কেবল আয় নয়, বরং দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে; যাতে সমাজের দুর্বল শ্রেণি নিরাপদ থাকে।" (পৃ. ৯৯)

এইভাবে ইসলাম সম্পদের মালিকানায় নৈতিকতা যুক্ত করেছে — যাতে ব্যক্তি নিজের অর্জিত সম্পদ সমাজকল্যাণে ব্যয় করে এবং অন্যের অধিকার অস্বীকার না করে।

৫.৩ ইসলামে রিযিক বণ্টনের মূলনীতি

রিযিক বণ্টনে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক নীতি হলো —

১. আমানত ও জবাবদিহিতা :
সম্পদ আল্লাহর আমানত, তাই আয়-ব্যয়ে নৈতিকতা জরুরি।

২. **ন্যায়বিচার :**
রিযিক যেন সমাজে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিতরণ হয়।

৩, **সামাজিক দায়িত্ব :**
ধনীরা যেন গরিবদের অধিকার প্রদান করে — যেমন যাকাত, সদকা, ওয়াকফ ইত্যাদি।

৪. **হালাল উপার্জন :**
অবৈধ উৎসের আয় সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, তাই তা হারাম।

৫. **অপচয় ও কৃপণতার নিষেধ :**
আল্লাহ অপচয়কারী ও কৃপণ—উভয়কেই অপছন্দ করেন (সূরা আল-ইসরা, ২৭)।

ইমাম গাযযালী বলেন —

"যে ব্যক্তি নিজের রিযিক সমাজে ব্যয় করে, সে নিজের জন্য জান্নাতের রাস্তা খুলে দেয়।"
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৪)

৫.৪ যাকাত — রিযিক বণ্টনের ইসলামী ভিত্তি

(ক) যাকাতের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

"যাকাত" শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এটি কেবল কর নয়, বরং আত্মা ও সম্পদের পরিশুদ্ধি।
আল্লাহ বলেন —**"তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, তা তাদের পরিশুদ্ধ করবে ও পবিত্র করবে।"** *(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)*

যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম ধনসম্পদের ঘূর্ণন নিশ্চিত করে, যাতে কেউ অতিরিক্ত সম্পদ ধরে না রাখে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বই *'যাকাত: ইসলামী কল্যাণ ব্যবস্থার ভিত্তি'* (২০২০)–এ বলা হয়েছে —

"যাকাতের লক্ষ্য হলো ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।" (পৃ. ৭২)

(খ) যাকাতের সামাজিক প্রভাব

যাকাত সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল্লাহ ইউসুফ তাঁর *'ইসলামী দৃষ্টিতে সম্পদবণ্টন'* (ঢাকা, ২০২২)–এ বলেন —

"যাকাত সামাজিক ন্যায়ের এক প্রাকৃতিক যন্ত্র, যা সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করে।" (পৃ. ৮৭)

বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন রিপোর্ট (২০২৩) অনুযায়ী —

"যাকাত ফান্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হলে দেশের দারিদ্র্যের হার ১২% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব।"

(গ) কুরআনে যাকাতগ্রহীতার শ্রেণি

আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণির মানুষকে যাকাতের অধিকার দিয়েছেন (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৬০):

১. গরিব
২. মিসকিন
৩. যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা
৪. মন জয় করার জন্য যাদের প্রয়োজন
৫. দাসমুক্তি তহবিল
৬. ঋণগ্রস্ত
৭. আল্লাহর পথে (জিহাদ, দাওয়াহ, সমাজকল্যাণ)
৮. পথচারী (মুসাফির)

এই বণ্টন সমাজে রিযিকের সুষম প্রবাহ নিশ্চিত করে।

৫.৫ ওয়াকফ ও স্বেচ্ছা দান — রিযিক বণ্টনের টেকসই পদ্ধতি

(ক) ওয়াকফের ভূমিকা

"ওয়াকফ" হলো এমন একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যেখানে ব্যক্তি তার সম্পদ সমাজকল্যাণের জন্য স্থায়ীভাবে দান করে।
এটি ইসলামি অর্থনীতির "Endowment System" — যা শিক্ষা, চিকিৎসা, মসজিদ, অনাথালয়, স্কুল ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন —

"ওয়াকফ হলো সমাজে রিযিকের ধারাবাহিক সঞ্চালন।"
(কিতাবুল খরাজ, পৃ. ১২৩)

বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট (২০২২) অনুযায়ী —

"ওয়াকফ সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা গেলে প্রতি বছর ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সমাজকল্যাণে ব্যবহার সম্ভব।"

(খ) স্বেচ্ছা দান ও সদকা

সদকা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছা দান করা। এটি শুধু অর্থ নয় — সময়, পরামর্শ, শ্রম, জ্ঞান সবই সদকা হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন —

"প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা।"
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ১০০৫)

বাংলাদেশের দাওয়াহ সাহিত্য *'সদকা ও সমাজ গঠন'* (২০২১)-এ বলা হয় —

"স্বেচ্ছা দান সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও রিযিকের বরকত বৃদ্ধি করে।" (পৃ. ৫৬)

৫.৬ অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও রিযিকের পুনর্বণ্টন

ইসলাম এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ চায় যেখানে ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, কিন্তু শোষণ থাকবে না।
রিযিকের পুনর্বণ্টন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ বলেন —

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কারো রিযিক বেশি, কারো কম করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পর নির্ভরশীল হও।"
(সূরা যুহরুফ, আয়াত ৩২)

ইমাম ইবনে কাসির ব্যাখ্যা দেন —

"রিযিকের পার্থক্য সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য, শ্রেণি-শোষণ তৈরির জন্য নয়।"
(তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৫)

৫.৭ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিযিক বণ্টন ও ইসলামী কল্যাণনীতি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যেখানে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রয়োগের সুযোগ অত্যন্ত বেশি।
যাকাত বোর্ড, ইসলামিক ব্যাংক, ওয়াকফ প্রশাসন, মসজিদভিত্তিক কল্যাণ তহবিল—এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামী ন্যায়বণ্টনের বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক গবেষণা (২০২৪) বলছে —

"যদি জাতীয়ভাবে যাকাত সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ করা যায়, তবে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ৩০% মানুষকে ৫ বছরের মধ্যে সহায়তা দেওয়া সম্ভব।"

বাংলাদেশে ওয়াকফ সম্পদ প্রায় **৮ লাখ একর**, যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে।

৫.৮ উপসংহার

রিযিক বণ্টনের ইসলামী নীতি মানবতার উপর আল্লাহর এক দয়া।
এর মাধ্যমে ধনীরা তাদের সম্পদে সমাজের দরিদ্রের অধিকার স্বীকার করে।
যাকাত, সদকা, ওয়াকফ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য ফিরে আসে।

মূল বার্তা হলো —
- সম্পদ আল্লাহর দান,
- তা হালাল পথে উপার্জন করতে হবে,
- এবং সমাজে ন্যায়বিচারপূর্ণভাবে বণ্টন করতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতি কেবল দান নয় — এটি ন্যায়, মানবতা ও ভারসাম্যের এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন।

অধ্যায় ৬: রিযিক ও নৈতিকতা — হালাল-হারাম, আত্মার পবিত্রতা ও সামাজিক প্রভাব

৬.১ ভূমিকা

ইসলামে রিযিক শুধু দেহের খাদ্য নয়, বরং আত্মার প্রশান্তি, জীবনের দিশা এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। রিযিক হালাল না হারাম — এই পার্থক্যই মানুষের নৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করে। ইসলামী চিন্তায় রিযিকের বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং এটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক একটি সমন্বিত ধারণা।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন —

"হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র, তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮)

এই আয়াত প্রমাণ করে, হালাল রিযিক কেবল পেট ভরার উপায় নয়, বরং এটি ঈমানের প্রকাশ ও চরিত্রের পরিশুদ্ধতার প্রতিফলন।

বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "**ইসলামে হালাল জীবিকা ও নৈতিক সমাজ**" (২০২১) বইয়ে উল্লেখ আছে —

"হালাল রিযিকের মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজের জীবনই নয়, বরং সমাজের নৈতিক কাঠামোও গড়ে তোলে। হারাম রিযিক সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে।" (পৃষ্ঠা ২৫)

৬.২ হালাল রিযিকের ধর্মীয় তাৎপর্য

ইসলামে হালাল উপার্জনকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"হালাল রিযিক অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ।"
(বায়হাকী, শু'আবুল ইমান, হাদীস ৫৩১২)

ইমাম গাযযালী বলেন —

“যে ব্যক্তি হালাল রিযিক অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে, সে যেন মসজিদে নামাজ আদায় করছে।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ. ৯৪)

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী লিখেছেন (*রিযিক ও পরিশুদ্ধ জীবন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৯) —

“হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্বই মানুষের ভেতরে তাকওয়ার চেতনা জাগায়। যখন কেউ তার জীবিকার উৎস নিয়ে সচেতন হয়, তখনই তার আমল, ইবাদত ও পারিবারিক জীবনে বরকত আসে।”

হালাল রিযিককে তাই শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং আত্ম-সংযম ও সামাজিক কল্যাণের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

৬.৩ হারাম রিযিক ও তার ভয়াবহ প্রভাব

কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে —

“তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮)

হারাম রিযিকের প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং তা আত্মা, সমাজ ও জাতির ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

“একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে, ধূলিধূসরিত অবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে — কিন্তু তার আহার হারাম, তার পোশাক হারাম, তার দেহ পুষ্ট হয়েছে হারাম খাদ্যে। আল্লাহ কিভাবে তার দোয়া কবুল করবেন?”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ১০১৫)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, হারাম রিযিক শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি নষ্ট করে না; বরং মানুষের আত্মিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

বাংলাদেশে আজকের সমাজে হারাম আয়ের নানা রূপ দেখা যায় — ঘুষ, সুদ, জালিয়াতি, অতিরিক্ত মুনাফা, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ, এমনকি ধর্মীয় অনুদানেও অসততা।
ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল হালিম তাঁর বই *"বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার"* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০)–এ উল্লেখ করেছেন —

"হারাম আয়ের বিস্তৃতি কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে না; বরং এটি মানুষের নৈতিক ইন্দ্রিয়কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে।"

যখন হারাম অর্থ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন মানুষের বিবেক হারিয়ে যায়, দারিদ্র্য বাড়ে, অন্যায়ের সংস্কৃতি জন্ম নেয়, এবং সামাজিক আস্থা ভেঙে পড়ে।

৬.৪ হালাল উপার্জন ও আত্মার পবিত্রতা

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎ কাজ করো।"
(সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত ৫১)

এখানে হালাল খাদ্যকে সৎ কাজের সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে — যা প্রমাণ করে, হালাল রিযিকই আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখে।
ইমাম নববী বলেন —

"যখন খাদ্য হারাম হয়, তখন শরীরে যে মাংস গড়ে, তা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত।" *(রিয়াদুস সালেহিন, ব্যাখ্যা অংশ)*

বাংলাদেশের ইসলামিক চিন্তাবিদ মাওলানা শফিকুল ইসলাম হাফিজী লিখেছেন (*ইসলাম ও পরিচ্ছন্ন উপার্জন*, চট্টগ্রাম, ২০২১) —

"যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের পথে অটল থাকে, সে শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং আত্মিক নিরাপত্তা অর্জন করে।"

মানুষের আত্মা পবিত্র হয় তখনই, যখন তার জীবিকার উৎস পবিত্র হয়। হারাম খাদ্য ও আয় আত্মাকে অস্থির করে, নামাজে মনোযোগ নষ্ট করে, আর আল্লাহর জিকিরে বাধা সৃষ্টি করে।

৬.৫ পরিবার ও সমাজে হালাল রিযিকের প্রভাব

পরিবার সমাজের মূল একক। যদি পরিবারের রিযিক হালাল হয়, তাহলে সন্তানদের চরিত্র দৃঢ় হয়, নৈতিকতা বিকশিত হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য হালাল খাদ্য নিশ্চিত করো, কেননা হারাম খাদ্য তাদের হৃদয়ে কালো দাগ সৃষ্টি করে।"
(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮১১)

বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি গবেষণায় (২০২২) বলা হয়েছে —

"যেসব পরিবারের আয় সম্পূর্ণ হালাল উৎস থেকে আসে, তাদের সন্তানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও মানবিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি।"

অন্যদিকে, হারাম আয়ের পরিবারে অস্থিরতা, পারিবারিক কলহ, এবং অনৈতিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
এই কারণেই ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবারিক পর্যায় থেকেই হালাল জীবিকা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়।

৬.৬ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিযিক ও নৈতিক সংকট

আজকের বাংলাদেশে হালাল-হারামের প্রশ্ন শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং জাতীয় ইস্যু হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যত বাড়ছে, ততই দেখা দিচ্ছে দুর্নীতি, ঘুষ, প্রতারণা, জাল লেনদেন ও সুদের দাসত্ব।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক প্রকাশনা *"নৈতিক সংকট ও ইসলামী সমাধান"* (২০২৩)–এ বলা হয়েছে —

"সমাজে হারাম রিযিক যত বাড়ছে, ততই মানুষের বিবেক সংকুচিত হচ্ছে, আর দারিদ্র্য ও বৈষম্য তীব্র হচ্ছে।"

আধুনিক চাকরিজীবীদের মধ্যে একটি বড় অংশ সুদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জড়িত। অনেকে জানেন না, এটি ইসলামী শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"যে ব্যক্তি সুদ খায়, সে যেন দাঁড়ায় এমন এক ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করেছে।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)

এই নিষেধাজ্ঞা কেবল অর্থনৈতিক নয়, নৈতিকও বটে। কারণ সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানুষের পরিশ্রমকে অবমূল্যায়ন করে, অন্যের ঘামের ওপর নিজের সম্পদ গড়ে তোলে।

৬.৭ ইসলামের নির্দেশিত সমাধান: হালাল অর্থনীতি ও তাওয়াক্কুল

ইসলাম মানুষকে শুধু হারাম থেকে বিরত থাকতে বলে না, বরং বিকল্প পথও নির্দেশ করে — যেমন হালাল ব্যবসা, যাকাত, ওয়াকফ, মুদারাবা ও মুশারাকা ভিত্তিক লেনদেন।
ইসলামী অর্থনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রহমান আনসারী তাঁর বই *"ইসলামী ব্যাংকিং ও বাস্তবায়ন"* (ঢাকা, ২০২১)–এ উল্লেখ করেন —

"হালাল আর্থিক ব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং নৈতিক বিপ্লবের সূচনা করে।"

তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর উপর নির্ভরতা, হালাল উপার্জনের একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদের এমন রিযিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের দেন; তারা সকালে খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় ভরপেট ফিরে আসে।"
(তিরমিজি, হাদীস ২৩৪৪)

৬.৮ উপসংহার

হালাল রিযিক শুধু দেহের শক্তি জোগায় না, বরং আত্মাকে আলোকিত করে, সমাজকে ন্যায়ের পথে রাখে।
অন্যদিকে হারাম রিযিক মানুষের হৃদয়কে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, পরিবারকে অশান্ত করে এবং জাতিকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলে।
অতএব, ইসলাম কেবল পরকালের চিন্তা নয় — বরং পৃথিবীতেও ন্যায়, সততা ও স্বচ্ছতার জীবন গড়ে তুলতে রিযিকের উৎস বিশুদ্ধ রাখার আহ্বান জানায়।

অধ্যায় ৭: রিযিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার — যাকাত, ইনফাক ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা

৭.১ ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সম্পদ বা রিযিক একক ব্যক্তির নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর অর্পিত একটি আমানত। কুরআনে বলা হয়েছে —

"তোমাদের সম্পদকে নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮)

অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি শুধু সম্পদ অর্জনের পদ্ধতি নয়, বরং তা বণ্টনের ন্যায্যতার দিকেও গভীরভাবে মনোযোগ দেয়।
রিযিকের ন্যায়বণ্টনই সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *"ইসলামে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার"* (২০২২)-এ বলা হয়েছে —

"রিযিকের সমতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ছাড়া কোনো ইসলামী সমাজ টিকে থাকতে পারে না।" (পৃষ্ঠা ১২)

৭.২ ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা

সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) ইসলামী অর্থনীতির মূল আত্মা। ইসলামে ধন-সম্পদ এমনভাবে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো শ্রেণি অতিরিক্ত ভোগে লিপ্ত না হয় এবং অন্য শ্রেণি অভাবে কষ্ট না পায়।
আল্লাহ তাআলা বলেন —

"যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।"
(সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

ইবনে কাসীর বলেন —

“এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ইসলামী সমাজে সম্পদ এমনভাবে প্রবাহিত হবে যাতে দরিদ্র ও ধনী উভয়েই তার সুফল ভোগ করতে পারে।”
(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃ. ২৩২)

সামাজিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের প্রধান তিনটি ইসলামী উপায় হলো —
১. **যাকাত,**
২. **ইনফাক (স্বেচ্ছায় দান)** এবং
৩. **ওয়াকফ (চিরস্থায়ী দান বা সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন)**।

৭.৩ যাকাত: ইসলামী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ

যাকাত শুধু দান নয়, এটি একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক কর, যার উদ্দেশ্য সমাজে সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখা।

(ক) যাকাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য

‘যাকাত’ শব্দের অর্থ হলো “পবিত্রতা” ও “বৃদ্ধি”। আল্লাহ বলেন —

“তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যাতে তুমি তাদের পবিত্র করো ও পরিশুদ্ধ করো।”
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম গাযযালী বলেন —

“যাকাত শুধু অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, বরং এটি আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ থেকে পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ. ১৪২)

বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *“যাকাত: তত্ত্ব ও প্রয়োগ”* (২০২১)-এ বলা হয়েছে —

“যাকাত ইসলামি সমাজে দরিদ্র বিমোচনের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান; এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংগঠিত হলে দারিদ্র্য প্রায় বিলুপ্ত হতে পারে।” (পৃষ্ঠা ৩৭)

(খ) যাকাতের প্রভাব সমাজে

১. **দরিদ্রতা হ্রাস:** যাকাত ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দরিদ্রের মধ্যে স্থানান্তরিত করে, ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে।
২. **আধ্যাত্মিক একতা:** যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজে সহমর্মিতা জন্ম নেয়।
৩. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** যাকাত ব্যবস্থায় অর্থ সমাজে পুনঃবিনিয়োগ হয়।

বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান (২০২৩) অনুযায়ী, সংগঠিতভাবে যাকাত আদায় করলে বছরে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন সম্ভব — যা দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.৪ ইনফাক ও সদকা: স্বেচ্ছা দানের মানবিক দর্শন

যাকাত ফরজ হলেও, ইনফাক ও সদকা হচ্ছে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছা দান — যা ঈমানের পরিপক্কতার নিদর্শন।
আল্লাহ বলেন —

“যারা নিজেদের প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ এক দানা বীজের মতো, যা সাতটি শীষে গজায়, আর প্রত্যেক শীষে থাকে একশ’ দানা।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

ইনফাকের উদ্দেশ্য শুধু দারিদ্র্য বিমোচন নয়, বরং এটি মানুষকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল শেখায়।

৭.৫ ওয়াকফ: স্থায়ী সম্পদের সামাজিক ব্যবহার

ওয়াকফ হলো ইসলামী সমাজে স্থায়ীভাবে সম্পদকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“যখন মানুষ মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১)

ওয়াকফ হলো সেই সদকায়ে জারিয়া — যা সমাজে স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনে।

বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা বিশাল। যেমন ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদ, চট্টগ্রামের বড় পীর মাজার, কিংবা অনেক ইসলামিক মাদরাসা — সবই ওয়াকফ সম্পদের মাধ্যমে পরিচালিত।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট (২০২২) অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে প্রায় ১.২ লাখ নিবন্ধিত ওয়াকফ সম্পদ রয়েছে, যার অনেকগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনা পেলে দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.৬ রিযিক বণ্টনের ইসলামী নীতি

ইসলাম রিযিক বণ্টনে ভারসাম্য–এর ওপর জোর দেয়। ধনীদেরকে কৃপণতা থেকে, আর দরিদ্রদেরকে হিংসা থেকে রক্ষা করার শিক্ষা দেয়।
আল্লাহ বলেন —

“তুমি তোমার হাত গলাযুক্ত করে রাখো না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না), আবার পুরোপুরি প্রসারিত করো না (অর্থাৎ অপচয়ও করো না)।”
(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৯)

এটি ইসলামী অর্থনৈতিক ন্যায়ের মৌল নীতি — **মিতব্যয়িতা, দায়িত্ব ও সহমর্মিতা**।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সম্পদ বৈষম্য, আয়ের অসমতা এবং দুর্নীতির কারণে রিযিক বণ্টনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

৭.৭ আধুনিক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ ও ইসলামী সমাধান

আজকের বিশ্বে রিযিক বণ্টনের প্রধান বাধাগুলো হলো —
১. পুঁজিবাদী অর্থনীতি,
২. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা,
৩. সম্পদ কেন্দ্রীকরণ,
৪. দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়।

ইসলাম এসবের সমাধান দিয়েছে **নৈতিক অর্থনীতি**–র মাধ্যমে, যেখানে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম গাযযালী বলেন —**"অর্থনীতি তখনই ন্যায়পরায়ণ হয়, যখন তা মানবতার সেবায় নিয়োজিত হয়, স্বার্থপরতার নয়।"**
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৮)

৭.৮ উপসংহার

রিযিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামী সমাজের দুই স্তম্ভ। ইসলাম শেখায় যে, সম্পদ মানুষের হাতে থাকলেও তার মালিক আল্লাহ।
যাকাত, ইনফাক ও ওয়াকফ — এই তিন ব্যবস্থাই আল্লাহর নির্ধারিত সামাজিক ভারসাম্যের মূল ভিত্তি।
বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যদি ইসলামী দানব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অনৈতিকতার বড় অংশ নির্মূল করা সম্ভব।

অধ্যায় ৮: রিযিকের মনস্তত্ত্ব — আল্লাহর প্রতি ভরসা, কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি

৮.১ ভূমিকা

রিযিক কেবল অর্থ বা সম্পদ নয়; এটি এমন এক মানসিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভরসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত।
ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিক হলো —

"যা দ্বারা মানুষ দেহ, মন ও আত্মার জীবনধারণ করে।"
(ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানি, আল-মুফরাদাত, '□□□' শিরোনাম)

অর্থাৎ রিযিক মানে শুধু ভাত-কাপড় নয়, বরং জ্ঞান, স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, সময় — সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।
তবে মানুষ সাধারণত রিযিককে কেবল বস্তুগতভাবে দেখে; এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ইসলামের দৃষ্টিতে রিযিকের **মনস্তত্ত্ব**, অর্থাৎ মানুষ কেমন মনোভাব নিয়ে রিযিককে গ্রহণ ও ব্যবহার করবে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা *"আধ্যাত্মিক অর্থনীতি: ইসলামি দৃষ্টিতে মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতা"* (২০২2)–এ বলা হয়েছে —

"রিযিকের মানসিক দিক বুঝতে না পারলে মানুষ কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না; কারণ রিযিকের প্রশান্তি আসে ঈমান থেকে, আয় থেকে নয়।" (পৃষ্ঠা ১৫)

৮.২ রিযিক ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)

ইসলাম শেখায়, রিযিকের উৎস হলো আল্লাহ। তাই প্রকৃত ঈমানদার সর্বদা তাঁর উপর ভরসা রাখে।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —**"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"** *(সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩)*

ইবনে রজব আল-হাম্বলী ব্যাখ্যা করেছেন —

“তাওয়াক্কুল মানে হলো বাহ্যিকভাবে পরিশ্রম করা, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করা।”
(জামি‘ উল-উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ৪৫৮)

অর্থাৎ মুসলমান কাজ করে, চেষ্টা করে, কিন্তু ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না — কারণ সে জানে, রিযিক আল্লাহর হাতে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

তাওয়াক্কুল মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়।
মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এটি “stress buffering belief system” — অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যা মানসিক চাপ কমায়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ড. মাহমুদা রহমান (২০২৩)-এর গবেষণায় দেখা গেছে —

“যারা তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে উদ্বেগের মাত্রা গড়পড়তা মানুষের তুলনায় ৪৫% কম।”

অতএব, রিযিকের সঙ্গে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক কেবল ধর্মীয় নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৩ রিযিক ও কৃতজ্ঞতা (শোকর)

কৃতজ্ঞতা রিযিক বৃদ্ধির অন্যতম মূলনীতি।
আল্লাহ বলেন —

“যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব।”
(সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন —

“শোকর মানে শুধু মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা নয়; বরং আল্লাহর নেয়ামত সঠিক পথে ব্যবহার করাও শোকর।”
(তাফসির আল-কুরতুবী, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৪৫)

কৃতজ্ঞতার তিন স্তর:

১. **হৃদয়ের শোকর** — মনে মনে আল্লাহর নেয়ামত উপলব্ধি করা।
২. **জিহ্বার শোকর** — মুখে প্রশংসা করা (যেমন “আলহামদুলিল্লাহ” বলা)।
৩. **অঙ্গের শোকর** — নেয়ামতকে ন্যায়পথে ব্যবহার করা।

মনস্তত্ত্বে এটি “gratitude mindset” নামে পরিচিত, যা মানসিক সুখ ও স্থিতি বৃদ্ধি করে।
বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *“আল্লাহর নেয়ামত ও কৃতজ্ঞতা”* (২০২০)-এ বলা হয়েছে —

“যে সমাজ কৃতজ্ঞতাকে চর্চা করে, সে সমাজে হিংসা ও অসন্তোষ কমে যায়।” (পৃষ্ঠা ২১)

৮.৪ রিযিক ও সন্তুষ্টি (কানাআত)

সন্তুষ্টি বা *কানাআত* হলো ইসলামী মনস্তত্ত্বের এক মহামূল্যবান গুণ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“সত্যিকার ধনী সে নয় যার অনেক সম্পদ আছে, বরং ধনী সে, যার হৃদয় সন্তুষ্ট।”
(সহিহ বুখারি, হাদীস ৬৪৪৬)

ইমাম গাযযালী লিখেছেন —

“যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া রিযিকে খুশি থাকে, সে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৪, পৃ. ২২১)

মনস্তাত্ত্বিক দিক:

সন্তুষ্টি মানুষকে ঈর্ষা, উদ্বেগ ও হতাশা থেকে রক্ষা করে।
আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে —

"যারা তাদের জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের মধ্যে বিষণ্নতার হার ৬০% কম।"
(Bangladesh Psychological Studies, Vol. 11, 2021)

অতএব, কানাআত বা সন্তুষ্টি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়, এটি মানসিক স্বাস্থ্যেরও মূল চাবিকাঠি।

৮.৫ রিযিক, নফস ও অহংকার

মানুষের মন রিযিকের ক্ষেত্রে তিনটি বিপদে পড়তে পারে —
১. **হিংসা (Hasad)**
২. **লোভ (Tama')**
৩. **অহংকার (Kibr)**

কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করেছেন —

"তোমরা আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তাতে লোভ কোরো না।"
(সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২)

ইমাম ইবনে আল-কাইয়্যিম বলেন —**"লোভ ও হিংসা রিযিককে কমায়, আর সন্তুষ্টি রিযিককে বাড়ায়।"** *(আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ৯৪)*

বাংলাদেশের বাস্তবতা:

আজকের সমাজে প্রতিযোগিতা ও ভোগবাদী সংস্কৃতির কারণে মানুষ অস্থির ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে। তবে ইসলাম এই মানসিক চাপের মোকাবেলায় নির্দেশ দিয়েছে "তাওয়াক্কুল ও শোকর"–এর মাধ্যমে মনকে প্রশমিত রাখতে।

৮.৬ রিযিক ও আত্মতৃপ্তি

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন তার "চাহিদা" ও "বাস্তবতা"-র মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।
ইসলাম সেই সামঞ্জস্য শেখায় রিযিকের ধারণার মাধ্যমে।
আল্লাহ বলেন —

"আমি যাকে ইচ্ছা রিযিক দিই সীমাহীনভাবে, আর যাকে ইচ্ছা সীমিতভাবে দিই।"
(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩০)

অর্থাৎ রিযিকের পার্থক্য আল্লাহর হিকমতের অংশ; কেউ কম পায় পরীক্ষার জন্য, কেউ বেশি পায় কৃতজ্ঞতার জন্য।

ইমাম ইবনে আতাঈল্লাহ বলেন —

"যদি আল্লাহ তোমার রিযিক সীমিত করেন, তা হয়তো তোমার ঈমানের নিরাপত্তার জন্য।"
(আল-হিকাম আল-আতাঈয়া, বাণী ৭)

৮.৭ রিযিক ও মানসিক প্রশান্তি

কুরআনে আল্লাহ বলেন —**"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।"**
(সূরা রা'দ, আয়াত ২৮)

রিযিকের মনস্তত্ত্বের মূল হলো এই প্রশান্তি — *রিযিকের পরিমাণ নয়, বরং রিযিকের প্রশান্তি বড় নেয়ামত।*

বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মননধর্মী গবেষণা *"আধ্যাত্মিক শান্তি ও রিযিক"* (২০২১)–এ বলা হয়েছে —

"মানুষের রিযিকের সুখ নির্ভর করে তার ঈমানের দৃঢ়তার উপর, সম্পদের পরিমাণের উপর নয়।" (পৃষ্ঠা ৪৭)

৮.৮ রিযিক ও আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস (Qadr)

ইসলাম শেখায়, রিযিক আল্লাহ পূর্বনির্ধারিত করেছেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

“প্রত্যেক মানুষের রিযিক নির্ধারিত, যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে।”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ৬৭৫৭)

তবে এই বিশ্বাস মানুষকে অলস করে না; বরং তাকে শান্তি দেয় — কারণ সে জানে, যে রিযিক তার জন্য নির্ধারিত, তা কখনো হারাবে না।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে, এই বিশ্বাস “existential confidence” তৈরি করে — জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যেও স্থিরতা বজায় রাখে।

৮.৯ রিযিক ও পরকালীন মনোভাব

ইসলামী মনস্তত্ত্বে রিযিক কেবল দুনিয়ার জন্য নয়, আখিরাতের প্রস্তুতিরও অংশ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“মানুষ বলে ‘আমার সম্পদ, আমার সম্পদ’, অথচ তার আসলে যা আছে তা হলো — যা সে খেয়েছে, পরেছে, বা দান করেছে।”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৯৫৮)

অর্থাৎ মানুষকে এমন মনোভাব রাখতে হবে, যাতে রিযিককে আখিরাতের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের ইসলামিক অর্থনীতি গবেষণা সংস্থা (BIESR, ২০২৪)-এর মতে —

“যদি রিযিকের ব্যবস্থাপনায় আখিরাতের মনোভাব অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে আর্থিক ও নৈতিক উভয় সংকটই হ্রাস পাবে।”

৮.১০ উপসংহার

রিযিকের মনস্তত্ত্ব আমাদের শেখায় —

- ভরসা (তাওয়াক্কুল) দুঃশ্চিন্তা দূর করে,
- কৃতজ্ঞতা (শোকর) নেয়ামত বাড়ায়,
- সন্তুষ্টি (কানাআত) প্রশান্তি দেয়,
- অহংকার ও হিংসা রিযিককে নষ্ট করে।

রিযিকের প্রকৃত সুখ হলো **"অন্তরের প্রাচুর্য"**, যা আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
এই অধ্যায় আমাদের মনে করিয়ে দেয় — রিযিকের হিসাব ব্যাংকে নয়, বরং অন্তরে।

অধ্যায় ৯: রিযিক ও রাষ্ট্র — ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

৯.১ ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তির আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যন্ত সবকিছু নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে।
রিযিকের প্রশ্নেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ব্যক্তিগত উপার্জন বা ব্যবসার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার, বণ্টন ও কল্যাণের নীতি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থাপন করেছি এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।"
(সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১০)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে রিযিক শুধু ব্যক্তির পরিশ্রমের বিষয় নয়; বরং রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য রিযিকের সুব্যবস্থা করা, যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে, কেউ বঞ্চিত না হয়।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত গ্রন্থ *"ইসলামী অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়নীতি"* (২০২১)–এ বলা হয়েছে,

"রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রিযিকের সুবিন্যস্ত বণ্টন ইসলামী শাসনের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি। ইসলামী রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগ করে না; বরং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই তার মূল মিশন।" (পৃষ্ঠা ৩২)

৯.২ ইসলামে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব

ইসলামী রাষ্ট্র শুধু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কাঠামো নয়; বরং এটি একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য সমাজে **আদল (ন্যায়)** ও **ইহসান (মমতা)** প্রতিষ্ঠা করা।
রসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় যে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, সেটি ছিল **প্রথম কল্যাণরাষ্ট্র** (Welfare State) — যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় ও নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

ইবনে খালদুন তাঁর *আল-মুকাদ্দিমাহ* গ্রন্থে বলেছেন —

"রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্যতম প্রধান দিক হলো মানুষের রিযিক নিশ্চিত করা; কারণ যদি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে, তবে সে শাসনের প্রতি অনুগত থাকতে পারে না।"

এখানে বোঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদার উপর দাঁড়ানো।
রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সময়েই এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যে, তিনি যাকাত ও বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় তহবিল) থেকে দরিদ্রদের রিযিকের নিশ্চয়তা দিতেন।

হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আরও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়।
তিনি বলেছিলেন —

"যদি কোনো কুকুরও ফোরাত নদীর তীরে ক্ষুধায় মারা যায়, উমরকে আল্লাহ তার জন্য জবাবদিহি করবেন।"
এটি ইসলামী রাষ্ট্রের মানবিক অর্থনৈতিক চেতনার প্রতীক।

৯.৩ রিযিক বণ্টনের ইসলামী দর্শন

ইসলামে রিযিক বণ্টন তিনটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত —
১. আল্লাহর মালিকানা,
২. মানুষের প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব,
৩. ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন।”
(সূরা আন-নাহল, আয়াত ৭১)

অর্থাৎ ধন-সম্পদের পার্থক্য কোনো অন্যায় নয়; এটি পরীক্ষা। তবে এই পরীক্ষা সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে হলে ধনীদের দায়িত্ব হলো সমাজে সম্পদ ন্যায্যভাবে বণ্টন করা।

ইমাম আল-গাযযালী তাঁর *ইহইআ উলুমুদ্দীন* গ্রন্থে লিখেছেন —

“সম্পদ যদি সঠিকভাবে সমাজে প্রবাহিত হয়, তবে তা কল্যাণ আনে; কিন্তু যদি এক শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে তা ফিতনা সৃষ্টি করে।”

বাংলাদেশের ইসলামি অর্থনীতি গবেষণা সংস্থা (BIESR, ২০২3)–এর রিপোর্ট অনুযায়ী,

“ধনবৈষম্যই রিযিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংকট। ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি এই বৈষম্য দূর করে সামাজিক স্থিতি আনার চেষ্টা করে।”

৯.৪ যাকাত, সদকা, ওয়াকফ ও সামাজিক নিরাপত্তা

ইসলাম রিযিক বণ্টনের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে **যাকাত** প্রবর্তন করেছে। যাকাত কোনো দান নয়, বরং এটি ধনীদের উপর আরোপিত এক ধর্মীয় ও সামাজিক কর। কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।”
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)

যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাকাত সমাজের অর্থপ্রবাহ সচল রাখে। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে দরিদ্র, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, পথিক ও অন্যান্য প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করে।
বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের *"যাকাত ও সমাজকল্যাণ"* (২০২২)–এ বলা হয়েছে —

"যাকাত কেবল দারিদ্র্য হ্রাসের উপায় নয়; এটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার ইসলামী কৌশল।"

ওয়াকফ ব্যবস্থার ভূমিকা

ওয়াকফ হলো এমন সম্পদ যা চিরস্থায়ীভাবে সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করা হয়।
মদিনার সময় থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
বাংলাদেশেও ওয়াকফ সম্পদের সঠিক ব্যবহার রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হলে বহু সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সদকা ও ইনফাক

সদকা ও ইনফাক হলো ঐচ্ছিক দান, যা সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বাড়ায়।
কুরআনে বলা হয়েছে —

"যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৪)

৯.৫ ইসলামী অর্থনীতি বনাম পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

ইসলামী অর্থনীতি neither capitalism nor socialism — এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়, তবে সীমাহীন স্বাধীনতা নয়।
একইভাবে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও স্বীকার করে, তবে দমনমূলক নয়।

দিক	পুঁজিবাদ	সমাজতন্ত্র	ইসলাম
মালিকানা	ব্যক্তিগত	রাষ্ট্রীয়	উভয়
লক্ষ্য	মুনাফা	সমতা	ন্যায় ও কল্যাণ
নৈতিকতা	সীমিত	বাধ্যতামূলক	আল্লাহভিত্তিক

ইমাম ইউসুফ আল-কারযাভী বলেছেন —

"ইসলামী অর্থনীতি একদিকে উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে অতিবিলাসিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।"
(ইসলাম ও সামাজিক ন্যায়নীতি, পৃ. ৬৭)

বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি বাস্তবসম্মত, কারণ আমাদের সমাজ ধর্মীয় চেতনায় প্রোথিত, কিন্তু দারিদ্র্য ও বৈষম্যে জর্জরিত।

৯.৬ ন্যায্য বণ্টন, দারিদ্র্য নিরসন ও শ্রম নীতি

ইসলামী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো **ন্যায্য বণ্টন**।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"যাতে ঐ সম্পদ তোমাদের সমাজের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"
(সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

এই আয়াত অর্থনৈতিক ন্যায্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। সম্পদ এমনভাবে বণ্টিত হতে হবে যাতে তা নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে জমে না থাকে, বরং সমাজের সব স্তরে এর সুফল পৌঁছে।

৯.৬.১ দারিদ্র্য দূরীকরণের ইসলামী পন্থা

ইসলামে দারিদ্র্যকে কেবল অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে দেখা হয় না; এটি নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা হিসেবেও বিবেচিত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"দারিদ্র্য প্রায়ই মানুষকে কুফরির দিকে ঠেলে দেয়।"
(বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীস ৬৫৯২)

এই হাদীস ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এক কঠিন সতর্কবার্তা। রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ন্যূনতম জীবিকা (রিযিক) নিশ্চিত করতে না পারে, তবে সামাজিক স্থিতি ও ঈমান উভয়ই বিপন্ন হয়।

রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের প্রয়োজন

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে তিনি প্রতিটি প্রদেশে জনসংখ্যা ও সম্পদের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতেন, যাতে কেউ অনাহারে না থাকে।
এটি ছিল ইসলামী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপ।
আজকের বাংলাদেশে একই মনোভাব নিয়ে "জাতীয় যাকাত ফান্ড" বা "ওয়াকফ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড" কার্যকর করা গেলে বহু সমস্যা সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা *"ইসলামী দারিদ্র্য নিরসন কৌশল"* (২০২১)–এ বলা হয়েছে,

"যাকাত, ইনফাক, ওয়াকফ ও মাইক্রো-ফিন্যান্স একত্রিত করে ইসলামী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল গঠন করা গেলে বাংলাদেশের ৩৫% দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হবে।" (পৃষ্ঠা ৪৮)

৯.৬.২ শ্রম ও ন্যায্য মজুরি

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিকের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —**"কর্মচারীর ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর।"**
(ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৪৪৩)

এই হাদীস ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতি।
শ্রমিকের প্রতি অন্যায় করা, মজুরি আটকে রাখা বা শোষণ করা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক শ্রমিক বিশেষত পোশাকশিল্প ও কৃষিখাতে ন্যায্য মজুরি পায় না। ইসলামী রাষ্ট্রীয় নীতিতে শ্রমিককে কেবল উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হয় না; বরং মানবসম্পদ হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়।
ইমাম আল-মাওয়ার্দী বলেছেন —

"যে রাষ্ট্র শ্রমিককে সম্মান করে না, তার অর্থনীতি আল্লাহর বরকত হারায়।"
(আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ১১২)

অতএব, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ রিযিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৯.৭ পরিবেশ, কৃষি ও টেকসই রিযিক (Sustainable Rizq)

রিযিক কেবল মানব-মানব সম্পর্কের বিষয় নয়; এটি মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।
ইসলামে কৃষি, পানি, প্রাণী, বন—সবকিছুকে আল্লাহর আমানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
কুরআনে বলা হয়েছে —

"তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন।"
(সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩২)

অর্থাৎ কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদই রিযিকের মূল ভিত্তি।

৯.৭.১ পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামী নীতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —**"যে ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করে, তার ফল থেকে মানুষ, পশু বা পাখি যা খায়, সবই তার জন্য সদকা।"**
(সহিহ বুখারি, হাদীস ২৩২০)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু উন্নয়ন নয়; এটি ইবাদতের অংশ। বাংলাদেশের কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিতে টেকসই রিযিক নিশ্চিত করতে ইসলামি পরিবেশ নীতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৯.৭.২ কৃষি ও হালাল উৎপাদন

কৃষিকে ইসলাম শুধু জীবিকা নয়, বরং বরকতময় পেশা হিসেবে বিবেচনা করে।
ইমাম নওয়াবী লিখেছেন —

"কৃষিকাজ এমন ইবাদত যা মানবকল্যাণ ও সৃষ্টির উপকার উভয়কেই একত্র করে।"
(শরহ মুসলিম, খণ্ড ১৩, পৃ. ৬৩)

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'হালাল উৎপাদন' মানে শুধু জবাইয়ের নিয়ম মানা নয়, বরং সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

৯.৮ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রিযিকের নৈতিক ব্যবস্থাপনা

৯.৮.১ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা অপরিহার্য।
হযরত উমর (রা.) তাঁর গভর্নরদের প্রতি নির্দেশ দিতেন —

"তোমাদের সম্পদের হিসাব জনগণের কাছে প্রকাশ করো; যাতে কেউ তোমাদের প্রতি সন্দেহ না করে।"
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিযিকের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে দুর্নীতি দমন, স্বচ্ছ অর্থনীতি ও নৈতিক নেতৃত্ব অপরিহার্য।

৯.৮.২ সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা

ইসলাম সুদ বা রিবা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।
আল্লাহ বলেন —

“আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)

সুদভিত্তিক অর্থনীতি রিযিকের ন্যায়বিচারকে নষ্ট করে, কারণ এতে ধনীরা আরও ধনী হয় আর দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বিকশিত হয়েছে, তবে এখনও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ সুদমুক্ত নীতি বাস্তবায়ন হয়নি।

৯.৮.৩ দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা

কুরআনে বলা হয়েছে —

“তোমরা অপব্যয় করো না; নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।”
(সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৭)

অপচয় ও দুর্নীতি সমাজের রিযিকের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।
ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক অর্থনীতি — যেখানে রাষ্ট্র নিজেই উদাহরণ স্থাপন করে সততার।

ইমাম আল-গাযযালী লিখেছেন —

“যে রাষ্ট্রের নেতারা আমানতদার নয়, সে রাষ্ট্রে রিযিকের বরকত উঠে যায়।”
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৫)

৯.৯ উপসংহার

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা রিযিককে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবিকার বিষয় হিসেবে দেখে না; বরং এটি সমাজ, অর্থনীতি, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার সমন্বিত এক কাঠামো।

রিযিকের বণ্টন, শ্রমনীতি, যাকাত ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্নীতি দমন—সবই এই ইসলামী রিযিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম—

- ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকের রিযিক নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- যাকাত, ওয়াকফ, ইনফাক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলে।
- পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র নয়, ইসলাম ন্যায়নির্ভর অর্থনৈতিক ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়।
- দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও পরিবেশ সংকটের সমাধান ইসলামী নীতিতে নিহিত।

বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে যদি ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ বাস্তবায়িত হয় —
তাহলে এটি শুধু দারিদ্র্য নয়, বরং **রিযিকের প্রকৃত ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা** প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিতে পারে।

"আর যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয়, প্রতিটি শীষে একশত দানা।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

এই আয়াতই ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের হৃদয় —
একটি সমাজ, যেখানে রিযিকের প্রবাহ আল্লাহর পথে, মানুষের কল্যাণে, ও নৈতিকতার ভিতরে সীমাবদ্ধ।

অধ্যায় ১০: রিযিক ও আখিরাত — দুনিয়া ও পরকালের ভারসাম্য

১০.১ ভূমিকা

ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী মানুষের জীবন দুটি পর্বে বিভক্ত—
একটি হলো *দুনিয়া*, যা অস্থায়ী;
আরেকটি হলো *আখিরাত*, যা চিরস্থায়ী।

দুনিয়ায় মানুষকে রিযিক, পরীক্ষা, দায়িত্ব ও নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে। এই রিযিক শুধুমাত্র জীবিকার উপকরণ নয়, বরং এটি মানুষের ঈমান, আমল ও আখিরাতের সফলতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"তুমি তোমার রাবের দেওয়া রিযিক থেকে খাও, আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও; তোমরাই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।"
(সূরা আল-মুলক, আয়াত ১৫)

এই আয়াত রিযিককে তিন স্তরে সংজ্ঞায়িত করেছে —
(১) এটি আল্লাহর দেওয়া,
(২) এর ভোগের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা যুক্ত,
(৩) এবং শেষপর্যন্ত এর জন্য জবাবদিহিতা আছে আখিরাতে।

অতএব, রিযিকের ইসলামী ধারণা কেবল অর্থনৈতিক বা সামাজিক নয়; এটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পরকালীন মাত্রায় বিস্তৃত।
মানুষ কীভাবে রিযিক অর্জন করে, কীভাবে তা ব্যবহার করে, এবং কীভাবে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয় —
এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই আখিরাতের ফল নির্ধারিত হয়।

বাংলাদেশে ইসলামিক স্টাডিজের প্রেক্ষাপটে রিযিক বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র, কারণ দেশের সামাজিক–অর্থনৈতিক কাঠামো, শ্রমবাজার, নৈতিকতা ও দানব্যবস্থায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এখনও আংশিক।

অতএব, এই অধ্যায় শুধু ধর্মীয় ধারণা নয়; বরং নৈতিক অর্থনীতি ও আখিরাতকেন্দ্রিক জীবনের এক পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১০.২ দুনিয়া ও আখিরাতের সম্পর্ক: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে দুনিয়া ও আখিরাত একে অপরের বিপরীত নয়; বরং তারা পরিপূরক।
দুনিয়াই হলো আখিরাতের প্রস্তুতি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"দুনিয়া হলো আখিরাতের চাষের ক্ষেত।"
(মুসনাদুল বাযযার, হাদীস ৮৮৯২)

এই হাদীস স্পষ্ট করে যে দুনিয়ার কাজ, পরিশ্রম, রিযিক অনুসন্ধান—সবই তখনই মূল্যবান, যখন তা আখিরাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।
অর্থাৎ, ইসলাম দুনিয়া থেকে বিমুখতা নয়, বরং দুনিয়ার সঠিক ব্যবহার শেখায়।

১০.২.১ দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"তুমি দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না, আর আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমন অনুগ্রহ করো।"
(সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)

এই আয়াতে 'দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না' — এর মানে হলো, দুনিয়ার কাজ ও জীবিকা অনুসন্ধানও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত,
যদি তা হালাল ও উদ্দেশ্য সৎ হয়।
ইমাম আল-গাযযালী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ইহইআ উলুমুদ্দীন*-এ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি হালাল রিযিক অর্জনের চেষ্টা করে নিজের পরিবার ও সমাজকে উপকৃত করতে চায়, সে ইবাদতে লিপ্ত।"
(ইহইআ, খণ্ড ৪, পৃ. ২১)

অতএব, রিযিকের সঠিক অর্জন দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য রক্ষা করে।
একজন ব্যবসায়ী, কৃষক, শিক্ষক বা শ্রমিক—যদি সে সৎ উপায়ে জীবিকা উপার্জন করে, তবে তার কাজও ইবাদত হিসেবে গন্য হয়।

১০.২.২ দুনিয়ার আসক্তি ও আখিরাতের ক্ষতি

তবে ইসলাম দুনিয়ার প্রতি অতি আসক্তিকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।
কুরআনে বলা হয়েছে —

"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবেসে ফেলছ, অথচ আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।"
(সূরা আল-আ'লা, আয়াত ১৬–১৭)

এই আয়াত মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—
রিযিক, সম্পদ ও ভোগবিলাসের উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া,
ভোগে মগ্ন হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া নয়।

বাংলাদেশের সমাজে আজ অর্থের পেছনে অন্ধ প্রতিযোগিতা, দুর্নীতি, সুদ ও অনৈতিক উপার্জন বেড়ে চলেছে।
এই প্রেক্ষাপটে রিযিকের আখিরাতমুখী শিক্ষা মানুষকে পুনরায় সংযম, ন্যায় ও নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

১০.৩ রিযিকের প্রকৃত উৎস ও আখিরাতের দায়বদ্ধতা

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী রিযিকের প্রকৃত দাতা কেবল আল্লাহ।
কোনো ব্যবসা, চাকরি বা দক্ষতা রিযিকের উৎস নয়—
এগুলো শুধু মাধ্যম মাত্র।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

"আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিক আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল নয়।" *(সূরা হুদ, আয়াত ৬)*

এই আয়াত মানুষকে শেখায়, রিযিকের জন্য হালাল প্রচেষ্টা করা ফরজ,
কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখতে হবে।

১০.৩.১ রিযিক ও তাওয়াক্কুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর সত্যিকার তাওয়াক্কুল করো, তবে তিনি তোমাদের রিযিক দিবেন যেমন তিনি পাখিদের দেন— তারা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"
(তিরমিযি, হাদীস ২৩৪৪)

এখানে শিক্ষা হলো —
তাওয়াক্কুল মানে অলস বসে থাকা নয়, বরং চেষ্টা করা সঙ্গে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা।

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় অনেক সময় মানুষ মনে করে "ভাগ্যে যা আছে তাই হবে" —
এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম সমর্থন করে না।
বরং ইসলাম বলে, "চেষ্টা করো, কারণ আল্লাহ চেষ্টার মাধ্যমেই রিযিক দান করেন।"

১০.৩.২ রিযিক ও আখিরাতের জবাবদিহিতা

কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করেছেন —

"তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে সেদিন তোমরা যে নিয়ামত উপভোগ করেছ, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।"
(সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত ৮)

এই আয়াত রিযিকের আখিরাতমুখী দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে।
আমরা যা উপার্জন করি, যা খাই, যা দান করি—সবকিছুর হিসাব নিতে হবে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**"মানুষ কিয়ামতের দিনে পাঁচটি বিষয়ে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত নড়তে পারবে না—
তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে, যৌবন কীসে ক্ষয় করেছে, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন**

করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে, এবং জ্ঞান দ্বারা কী করেছে।”
(তিরমিযি, হাদীস ২৪১৭)

অতএব, রিযিক কেবল জীবিকার বিষয় নয়; এটি কিয়ামতের প্রশ্নপত্রের একটি মৌলিক অধ্যায়।

১০.৪ হালাল রিযিক: নৈতিকতা, নিয়ত ও বরকত

ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো **হালাল ও হারামের পার্থক্য**।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“হে মানুষ! তোমরা যা পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮)

এই আয়াত শুধু খাদ্যের ব্যাপারে নয়; বরং জীবিকার সমস্ত উৎসের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, মানুষের রিযিক হতে হবে *হালাল উপায়ে অর্জিত* এবং *পবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য*।

১০.৪.১ হালাল রিযিকের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“হালাল রিযিক অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।”
(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীস ৫৩১২)

এই হাদীস ইসলামী অর্থনৈতিক জীবনের মূলনীতি।
ইমাম নববী (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন —

“যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে নামাজ, রোযা, হজ—সবই কলুষিত হয়, যতক্ষণ না সে তওবা করে।”
(শরহ মুসলিম, খণ্ড ৯, পৃ. ৬১)

বাংলাদেশে ব্যবসা, চাকরি, এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও হালাল–হারামের সচেতনতা কমে যাচ্ছে। অনেকে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, বা অন্যের অধিকার দখলের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে— কিন্তু ইসলাম বলে, এমন সম্পদ বাহ্যত রিযিক মনে হলেও, বাস্তবে তা বরকতমুক্ত।

হালাল উপার্জনের প্রভাব

হালাল রিযিক মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

"যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে কিয়ামতের দিনে আলোকিত করবেন।"
(তাবরানী, আল-মুজামুল আওসাত, হাদীস ৫৩৪১)

অন্যদিকে হারাম রিযিক মানুষের দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি করে।
একজন মানুষ যদি হারাম খাবার খায়, হারাম পোশাক পরে, হারাম অর্থে জীবনযাপন করে, তাহলে তার দোয়া আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না —
এই হাদীস সহিহ মুসলিমে (হাদীস ১০১৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখিত।

অতএব, রিযিকের আখিরাতমুখী তাৎপর্য বুঝতে হলে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে উপার্জন হালাল, নিয়ত পবিত্র, এবং ভোগের ক্ষেত্র নৈতিক।

১০.৪.২ নিয়ত ও বরকত

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রতিটি কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে।"
(সহিহ বুখারি, হাদীস ১)

একজন ব্যক্তি যদি রিযিক অর্জন করে নিজের পরিবারকে হালালভাবে পালন করতে চায়, তাহলে তার প্রতিটি ঘামবিন্দুই ইবাদত হয়ে যায়।
ইমাম গাযযালী লিখেছেন —**"যে উপার্জনে নিয়ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তা ইবাদত; আর যার নিয়ত থাকে দুনিয়ার গর্ব, তা ফিতনা।"**
(ইহইআ উলুমুদ্দীন, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)

বরকতের ধারণা

"বরকত" অর্থ শুধু পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, বরং অল্প সম্পদেও প্রশান্তি ও স্থিতি পাওয়া।
আল্লাহ বলেন —

"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দ্বার খুলে দিতাম।"
(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৯৬)

বরকতই হলো সেই আধ্যাত্মিক শক্তি, যা রিযিককে আখিরাতমুখী করে তোলে।
বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বরকতের ধারণা এখনো জীবন্ত —
মানুষ বলে "অল্পে শান্তি আছে"—
এটি ইসলামী অর্থনীতির আখিরাতমুখী দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন।

১০.৫ রিযিকের পরীক্ষা: ধন, দারিদ্র্য ও তাওয়াক্কুল

কুরআনে বলা হয়েছে —

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের ক্ষতি, প্রাণ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

রিযিকের প্রাচুর্য যেমন পরীক্ষা, তেমনি দারিদ্র্যও পরীক্ষা।
দুনিয়ার দৃষ্টিতে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র; কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে উভয়ই পরীক্ষার অংশ।

১০.৫.১ ধনসম্পদ একটি পরীক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা আছে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।"
(তিরমিযি, হাদীস ২৩৩৬)

অর্থাৎ ধন মানুষের মনকে অহংকারে ভরিয়ে দিতে পারে।
তাই ইসলামে ধনীর ওপর দায়িত্ব বেশি —
যাকাত, সদকা, আত্মীয়ের হক, সমাজের দায়িত্ব ইত্যাদি।
ইমাম ইবনে কায়্যিম বলেন —

"যে সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় হয় না, তা মানুষের আখিরাতের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"
(মাদারিজুস সালেকিন, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫)

বাংলাদেশে অনেক সময় সম্পদ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে;
এতে আখিরাতের চেতনা হারিয়ে যায়।
অতএব, ধনসম্পদ রিযিক নয়, বরং একটি *দায়িত্ব ও পরীক্ষা*।

১০.৫.২ দারিদ্র্য একটি পরীক্ষা

ইসলামে দারিদ্র্য কোনো অভিশাপ নয়।
বরং এটি এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষ ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জন করতে পারে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"আমি দরিদ্র হিসেবে জীবন যাপন করতে ভালোবাসি, দরিদ্র হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে ভালোবাসি, আর দরিদ্রদের সঙ্গেই পুনরুত্থিত হতে চাই।"
(তিরমিযি, হাদীস ২৩৫২)

এ হাদীস দারিদ্র্যের মর্যাদা নির্দেশ করে, তবে তা অলসতার নয়, বরং আখিরাতমুখী ধৈর্যের প্রতীক।

বাংলাদেশের নিম্নআয়ের মানুষদের জীবনে এই শিক্ষা বিশেষ প্রাসঙ্গিক।
যদি তারা বুঝতে পারে যে দারিদ্র্য কোনো হীনতা নয় বরং ধৈর্যের পরীক্ষা,
তাহলে তাদের আত্মিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়, যা সমাজে স্থিতি আনে।

১০.৫.৩ তাওয়াক্কুল: রিযিকের আধ্যাত্মিক স্তম্ভ

তাওয়াক্কুল মানে আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা।
ইসলাম বলে, চেষ্টা করো, পরিকল্পনা করো, কিন্তু ফলাফলের ব্যাপারে নির্ভর করো আল্লাহর ওপর।

আল্লাহ বলেন —

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"
(সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন —

"তাওয়াক্কুল মানে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং চেষ্টা করার পর অন্তরকে প্রশান্ত রাখা।"

বাংলাদেশি পরিভাষায় একে বলা যায়—
"চেষ্টা করো, আল্লাহ ভরসা।"
এটাই ইসলামী অর্থনৈতিক মানসিকতার সারকথা।
রিযিকের আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তখনই বাস্তব হয়, যখন তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টা একত্রে কাজ করে।

১০.৬ রিযিক অর্জনে আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

১০.৬.১ রিযিককে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখা

ইসলামী চিন্তায় কাজ ও উপার্জন কোনো নি:সঙ্গ পার্থিব কাজ নয়;
বরং তা ইবাদতের সম্প্রসারিত রূপ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যদি কেউ নিজের পরিবারকে হালাল উপায়ে রিযিক দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে, তবে সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের সমান।"
(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীস ৫৩৩৩)

অতএব, কৃষিকাজ, ব্যবসা, শ্রম—সবকিছুই ইবাদতের মর্যাদা পায় যদি নিয়ত আখিরাতমুখী হয়।

১০.৬.২ আখিরাতের দৃষ্টিতে রিযিকের ব্যবহার

রিযিক কেবল অর্জনের বিষয় নয়, বরং কীভাবে তা ব্যবহার করা হয়, সেটিও আখিরাত নির্ধারণ করে।
আল্লাহ বলেন —

“যে তার সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আমি তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করব।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

অতএব, রিযিকের সঠিক ব্যবহার মানে সমাজকল্যাণে ব্যয়, আত্মীয়দের সাহায্য, গরিবদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটি মানে—
যদি সমাজে ধনী শ্রেণি যাকাত, ইনফাক ও ওয়াকফের মাধ্যমে তাদের রিযিক ভাগ করে নেয়, তাহলে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

১০.৭ রিযিক ও কৃতজ্ঞতা (শোকর)

রিযিক যতই হোক—অল্প বা বেশি—তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আখিরাতের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।
কুরআনে আল্লাহ বলেন —

“তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদেরকে আরও বৃদ্ধি দেব।”
(সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৭)

ইমাম গাযযালী বলেন —

“শোকর মানে শুধু মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা নয়, বরং সেই নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করা।”
(ইহইআ, খণ্ড ৪, পৃ. ৯২)

রিযিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা মানুষকে অহংকার থেকে দূরে রাখে, সমাজে বিনয় তৈরি করে, এবং আখিরাতে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে।

১০.৮ দান, যাকাত ও আখিরাতের পুরস্কার

রিযিকের আখিরাতমুখী অর্থনীতি কেবল উপার্জনে নয়, বরং ব্যয়ে প্রকাশ পায়।
ইসলাম দান ও যাকাতের মাধ্যমে রিযিকের সঞ্চালনকে ইবাদতের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।
এর মাধ্যমে একদিকে সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়,
অন্যদিকে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়—যা আখিরাতের মুক্তির উপায়।

১০.৮.১ যাকাত: সম্পদের পরিশুদ্ধি ও সমাজের ভারসাম্য

যাকাত শব্দের অর্থ "পরিশুদ্ধি" ও "বৃদ্ধি"।
কুরআনে আল্লাহ বলেন—

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যাতে তাদেরকে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে পারো।"
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)

অতএব, যাকাত শুধু সামাজিক কর্তব্য নয়, এটি আত্মিক পরিশুদ্ধির উপায়।
ইমাম কুরতুবী ব্যাখ্যা করেন—

"যাকাত প্রদান না করলে সম্পদ অপবিত্র হয়; আর অপবিত্র সম্পদ আখিরাতে শাস্তির কারণ।"
(তাফসিরুল কুরতুবী, খণ্ড ৮, পৃ. ২৫৯)

বাংলাদেশে যাকাত প্রতিষ্ঠান যেমন—**বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,**
এবং বিভিন্ন মসজিদভিত্তিক যাকাত ফান্ড—এই নীতির বাস্তব রূপ।
তবে গবেষণায় (ইসলামিক রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ২০২১) দেখা যায়,
দেশে মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৬৫% যাকাতের হিসাব সঠিকভাবে জানে না।
এখানে ইসলামী শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব।

১০.৮.২ সদকা ও ইনফাক: বরকত ও রহমতের চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“দান সম্পদ কমায় না।”
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮)

এই হাদীস অর্থনীতির প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।
ইসলামে দানকে ক্ষতি নয়, বরং *বরকতের মাধ্যম* বলা হয়েছে।
কুরআনে বলা হয়েছে—

“যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এক বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে; প্রতিটি শীষে একশত দানা।”
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬১)

বাংলাদেশে এই ইসলামী নীতি “ওয়াকফ” এবং “সামাজিক দান”-এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। যেমন: গ্রামের মসজিদে জমি দান, গরিবদের জন্য ইফতার আয়োজন, বা ছাত্রদের বৃত্তি—এসবই ইসলামী রিযিক নীতির অংশ।

১০.৯ নবী ও সাহাবাদের রিযিক দর্শন

ইসলামী ইতিহাসে নবী ও সাহাবারা ছিলেন রিযিকের আদর্শ অনুশীলনকারী।
তারা পৃথিবীতে কাজ করেছেন, কিন্তু অন্তরে আখিরাতের লক্ষ্য রাখতেন।

১০.৯.১ নবী ﷺ-এর রিযিক নীতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সৎ ব্যবসায়ী।
তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি খাদিজা (রা.)-এর পণ্য নিয়ে ব্যবসা করতেন,
এবং প্রতারণামুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের জন্য তাঁকে বলা হতো **“আল-আমিন”** —
বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।
ইবনে হিশাম (সীরাতুন্নবী, খণ্ড ১, পৃ. ২১৫) উল্লেখ করেন—

“মুহাম্মদ (সা.) মক্কার বাজারে কখনো মিথ্যা বলেননি, ওজনে কম দেননি, বরং গ্রাহকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।”

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন—

“সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীদের, শহীদদের ও সত্যবাদীদের সঙ্গী হবে।”
(তিরমিযি, হাদীস ১২০৯)

অর্থাৎ ব্যবসা, চাকরি, কিংবা কৃষিকাজ—সবকিছুতেই নৈতিকতা ইসলামের কেন্দ্রে।

১০.৯.২ সাহাবাদের উদাহরণ

আবু বকর (রা.) ছিলেন বস্ত্র ব্যবসায়ী;
তবে খলিফা হওয়ার পর তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসা ছেড়ে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

উমর (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও বলতেন—

“যদি আমি নদীর তীরে একটি ছাগল ক্ষুধায় মরে যায়, আল্লাহ আমাকে জবাবদিহি করবেন।”

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন মক্কার ধনবান সাহাবিদের একজন।
তিনি মদিনায় এসে বলেছিলেন—

“আমাকে শুধু বাজারের পথ দেখিয়ে দাও।”
নিজের শ্রম ও সততার মাধ্যমে অল্প সময়েই সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন,
কিন্তু কখনো নিজের সম্পদকে অহংকার করেননি।
তিনি বলতেন—
“আমি ভয় করি, যেন আমার সম্পদ আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত না করে।”

এই সাহাবিদের জীবনই আখিরাতমুখী রিযিকের বাস্তব প্রতিফলন।

১০.১০ আধুনিক জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ রিযিক চেতনা

ইসলাম ভারসাম্যের ধর্ম।
অতিরিক্ত ভোগবাদ যেমন নিন্দনীয়, তেমনি জগৎ ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ।
আল্লাহ বলেন—

"বল, কে আল্লাহর সেই সৌন্দর্য ও রিযিক নিষিদ্ধ করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?"
(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৩২)

অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে *রিযিক উপভোগে সংযমী* হতে বলে, নিষিদ্ধ নয়।

১০.১০.১ আধুনিক অর্থনীতি ও রিযিকের বিকৃতি

আধুনিক ভোক্তাবাদী সমাজে রিযিকের ধারণা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে শুধু অর্থ উপার্জনে।
মানুষ এখন "চাকরি" কে জীবনের লক্ষ্য মনে করে, অথচ "উপাসনা" কে ভুলে যায়।
ফলে নৈতিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায়ও দেখা যায়—
প্রতিযোগিতা, ঘুষ, সুদ, দুর্নীতি ও অন্যায় লেনদেন রিযিকের মূল ভাবনাকে বিকৃত করছে।
এখানে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন পুনর্জাগরণের প্রয়োজন।

১০.১০.২ ভারসাম্যের বাস্তব প্রয়োগ

১. **রিযিকের উৎসে সততা:** ব্যবসা, চাকরি, সরকারি দায়িত্ব—সবখানে আমানতদারি বজায় রাখা।
২. **রিযিকের ব্যয়ে সংযম:** অপচয় বর্জন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।
৩. **আখিরাতের চেতনা:** সম্পদকে আত্মপ্রচার নয়, বরং সাদকা ও মানবকল্যাণে ব্যবহার।

এই তিনটি নীতি মেনে চললে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই আখিরাতমুখী অর্থনৈতিক স্থিতি লাভ করবে।

১০.১১ বাংলাদেশের নৈতিক রিযিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে "হালাল রিযিক"-এ বিশ্বাসী।
গ্রামীণ সমাজে বলা হয়—

"অল্প হালাল, অনেক হারাম থেকে উত্তম।"

এই প্রবাদই ইসলামী অর্থনীতির সারসংক্ষেপ।
তবে আধুনিকতার প্রভাবে এই সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

১০.১১.১ ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশে ইসলামি আলেম ও সুফিদের দাওয়াহর মাধ্যমে হালাল উপার্জনের শিক্ষা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর বই *"বেহেশতি জেওর"*-এ বলেছেন—

"হারাম উপার্জনে লালিত সন্তান আল্লাহর অবাধ্য হয়।"

এ কারণেই বাংলাদেশের মাদরাসা, খানকা ও দরবারগুলো মানুষকে হালাল রিযিকের তাগিদ দিয়ে এসেছে।
এটি ইসলামী নৈতিক অর্থনীতির মূলভিত্তি।

১০.১১.২ আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

আজকের বাংলাদেশের নগর জীবনে হালাল উপার্জন কঠিন হয়ে উঠছে—
কারণ ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, এবং অন্যের অধিকার হরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই অবস্থায় ইসলামী শিক্ষা, মিডিয়া ও দাওয়াহ কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিহার্য।

বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে "ইসলামী অর্থনীতি" বিষয়ে পাঠ্যক্রম বিস্তৃত করা জরুরি।
এতে তরুণ প্রজন্ম রিযিকের আখিরাতমুখী দর্শন সম্পর্কে সচেতন হবে,
এবং সমাজে নৈতিক অর্থনীতি পুনর্গঠিত হবে।

১০.১২ উপসংহার

রিযিক ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় ধারণা।
এটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়।
আখিরাতমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে রিযিক হলো এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থা,
যা মানুষকে জীবিকা, পরীক্ষা ও দায়িত্ব—এই তিনের সমন্বয়ে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যায়।

ইসলামী দৃষ্টিতে রিযিকের সত্যতা তিনটি স্তরে পরিপূর্ণতা লাভ করে:
১. হালাল উপার্জন ও ন্যায়নীতি,
২. আল্লাহর পথে ব্যয় ও শোকর,
৩ তাওয়াক্কুল ও আখিরাতের সচেতনতা।

যদি সমাজ এই তিনটি ভিত্তি ধারণ করে,
তবে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, এবং আখিরাতে মুক্তি—দু'টিই অর্জিত হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিযিকের এই ইসলামী ধারণা শুধু ধর্মীয় নির্দেশ নয়,
বরং এক বাস্তব অর্থনৈতিক বিকল্প—
যা নৈতিকতার ভিত্তিতে টেকসই সমাজ গঠনের পথ দেখায়।

উপসংহার

মানবজীবনে রিযিক এক অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা। ইসলাম এই রিযিককে কেবল অর্থনৈতিক প্রাপ্তি হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি **ইলাহী পরীক্ষা ও দায়িত্ব** হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।
পুরো গবেষণার আলোচনায় দেখা গেছে, রিযিকের ধারণা ইসলামী জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গে যুক্ত — তা ব্যক্তিগত হোক, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয়।

ইসলাম মানুষকে শেখায় যে রিযিকের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষ কেবল সেই রিযিক আহরণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাই রিযিক অর্জনে মানুষের শ্রম যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকওয়া, আমানতদারি ও তাওয়াক্কুল অপরিহার্য।

এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে—

1. **রিযিক আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা**—কেউ নিজের প্রচেষ্টায় তা বাড়াতে বা কমাতে পারে না, তবে হালাল উপার্জনের চেষ্টাই বরকতের মাধ্যম।
2. **কুরআন ও হাদীসে রিযিকের ধারণা বিস্তৃত**—যেখানে উপার্জন, ব্যয়, শোকর ও দান সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।
3. **রিযিক শুধু অর্থ নয়**—এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য, শান্তি, জ্ঞান, সন্তান, সময় ও তাওফিক; এগুলোও আল্লাহর দান।
4. **বাংলাদেশি সমাজে রিযিক সংস্কৃতি ঐতিহ্যগতভাবে হালাল ও পরিশ্রমনির্ভর**—কিন্তু আধুনিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক জীবন এই চেতনায় প্রভাব ফেলেছে।
5. **ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন পুনরুজ্জীবন জরুরি**—যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও সামাজিক ব্যবস্থায় রিযিকের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পায়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ইসলামী দাওয়াহ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় রিযিক বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও, আধুনিক প্রজন্মের মধ্যে এর বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট ইসলামী রিযিক চেতনা পৌঁছে দিতে হলে প্রয়োজন—

- স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে **ইসলামী অর্থনীতি ও রিযিকনীতি** বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা,
- সমাজে **হালাল রিযিক সচেতনতা** বৃদ্ধি করা,
- মিডিয়া ও দাওয়াহ কার্যক্রমে **রিযিকের নৈতিক বার্তা** প্রচার করা।

অতএব, ইসলাম যে রিযিকের ধারণা দিয়েছে, তা কোনো সীমিত আর্থিক কাঠামো নয়; বরং এটি একটি **পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা**—যেখানে মানুষ তার উপার্জন, ব্যয় ও দানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রাখে।

পরিশেষে বলা যায়,

"রিযিক হলো আল্লাহর নেয়ামত, আর হালাল পথে উপার্জনই সেই নেয়ামতের শোকর আদায়।"

এই বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে।

তথ্যসূত্র

▯ কুরআন ও হাদীস

1. আল-কুরআনুল করিম
2. সহিহ আল-বুখারী
3. সহিহ মুসলিম
4. সুনান আত-তিরমিযি
5. সুনান আবু দাউদ
6. সুনান ইবনে মাজাহ
7. মুসনাদে আহমদ

▯ তাফসির ও ইসলামী গ্রন্থ

1. ইবনে কাসীর, *তাফসিরুল কুরআনিল আজীম*, দারুস সালাম, রিয়াদ
2. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো প্রকাশনা
3. আল-মাওদূদী, *তাফহিমুল কুরআন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
4. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, *বেহেশতি জেওর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ
5. মাওলানা সাঈদ আহমদ পালংকি, *রিযিক ও তাকদির*, মাকতাবা দারুল কিতাব, ঢাকা
6. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, *মুসলমান ও আধুনিক সভ্যতা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন
7. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা*, ঢাকা, ২০২০
8. মাওলানা আব্দুল হক, *ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি*, মাকতাবা ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম

গবেষণা ও প্রবন্ধ

1. ইসলামিক রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা — *বাংলাদেশে যাকাত ও ইনফাক ব্যবস্থার বাস্তবতা*, ২০২১
2. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি জার্নাল, কুষ্টিয়া — *ইসলামী অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার*, খণ্ড ৭, সংখ্যা ২, ২০২২
3. দারুল ইহসান ইসলামিক রিসার্চ জার্নাল — *রিযিক ও নৈতিক অর্থনীতি: একটি বিশ্লেষণ*, ২০২০